আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾

(লুক্বমান : ১৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই শির্ক বড় যুলুম।

الشِّرْكُ الأَصْغَرُ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

কোর'আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

ছোট শির্ক

(কি ও কত প্রকার)

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক
২. ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

ছোট শির্‌কের সংজ্ঞাঃ

ছোট শির্‌ক বলতে এমন কাজ ও কথাকে বুঝানো হয় যা তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দিবে না বটে, তবে তা কবীরা গুনাহ্‌ তথা মহা পাপ অপেক্ষা আরো জঘন্যতম।

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَّ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্‌ : ২২)

অর্থাৎ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করোনা। অথচ তোমরা এ সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছো।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'আব্বাস্‌ ﵁ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

الأَنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ، وَ هُوَ أَنْ تَقُوْلَ: وَ اللهِ وَ حَيَاتِكَ يَا فُلاَنُ!! وَ حَيَاتِيْ ، وَ تَقُوْلَ: لَوْلاَ كَلْبَةُ هَــذِهِ لأَتَانَا اللُّصُوْصُ ، وَ لَوْلاَ الْبَطُّ فِيْ الدَّارِ لأَتَى اللُّصُوْصُ ، وَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَ شِئْتَ ، وَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلاَ اللهُ وَ فُلاَنٌ ، لاَ تَجْعَلْ فِيْهَا فُلاَنــاً ، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ

অর্থাৎ "আন্‌দাদ্‌" বলতে শির্‌ককে বুঝানো হচ্ছে যা অন্ধকার রাতে কালো পাথরে পিঁপড়ার চলন চাইতেও সূক্ষ্ম। যা টের পাওয়া খুবই দুরূহ। যেমনঃ তোমার এ কথা বলা যে, হে অমুক! আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তোমার ও আমার জীবনের কসম! অথবা এ কথা বলা যে, যদি এ কুকুরটা না হতো তাহলে চোর অবশ্যই আসতো। যদি ঘরে হাঁসগুলো না থাকতো তাহলে অবশ্যই চোর ঢুকতো। অথবা কারোর নিজ সাথীকে এ কথা বলা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতো না অথবা কারোর এ কথা বলা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং অমুক না থাকলে কাজটা হতো না। অমুক শব্দটি সাথে

লাগাবে না। (বরং বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি না চাইতেন কাজটা হতো না)। কারণ, এ সব কথা শির্কের অন্তর্গত।

ছোট শির্ক ও বড় শির্কের মধ্যে পার্থক্যঃ

ছোট শির্ক ও বড় শিরকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। এর বিপরীতে ছোট শির্ক এমন নয় বটে। তবে তা কবীরা গুনাহ্ তথা মহা পাপ অপেক্ষা আরো জঘন্যতম।

২. বড় শির্ক তাতে লিপ্ত ব্যক্তির সকল নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। এর বিপরীতে ছোট শির্ক শুধু সে আমলকেই বিনষ্ট করে যে আমলে এ জাতীয় শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে। অন্য সকল আমলকে নয়।

৩. বড় শির্ক তাতে লিপ্ত ব্যক্তির জান ও মাল তথা সার্বিক নিরাপত্তা বিনষ্ট করে দেয়। এর বিপরীতে ছোট শির্ক এমন নয়।

৪. বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকালের জন্য জাহান্নামী হয়ে যায়। জান্নাত তার জন্য হারাম। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়। বরং সে কিছু দিনের জন্য জাহান্নামে গেলেও পরবর্তীতে তাকে জাহান্নাম থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া হবে।

৫. বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবেনা। বরং তার সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। যদিও সে নিকট আত্মীয় হোকনা কেন। তবে ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়। বরং তার সাথে সম্পর্ক ততটুকুই রাখা যাবে যতটুকু তার ঈমান রয়েছে। তেমনিভাবে তার সাথে ততটুকুই সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে যতটুকু তার মধ্যে শির্ক রয়েছে।

ছোট শির্ক আবার দু' প্রকার। যা নিম্নরূপঃ

ক. প্রকাশ্য শির্কঃ

প্রকাশ্য শিরক বলতে সে সকল কথা ও কাজকে বুঝানো হয় যা সবাই চোখে দেখতে পায় অথবা কানে শুনতে পায় অথবা অনুভব করতে পারে। তা আবার কয়েক প্রকারঃ

১. সুতা বা রিং পরার শির্কঃ

সুতা বা রিং পরার শির্ক বলতে কোন বালা-মুসীবত দূরীকরণ বা প্রতিরোধের জন্য দম করে গেরো দেয়া সুতা বা রিং পরিধান করাকে বুঝানো হয়।

এটি ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য করা হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারকারী এ রূপ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমেই আমার আসন্ন বালা-মুসীবত দূরীভূত করবেন। এটি এককভাবে আমার কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। আর যখন এ বিশ্বাস করা হয় যে, এটি এককভাবেই আমার বিপদাপদ দূরীকরণে সক্ষম তখন তা বড় শির্কে রূপান্তরিত হবে।

আমাদের জানার বিষয় এইযে, কোন বস্তু তা যাই হোক না কেন তা কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّه أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه، قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴾

(যুমার : ৩৮)

অর্থাৎ আপনি ওদেরকে বলুনঃ তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহ্

তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? আপনি বলুনঃ আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। নির্ভরকারীদের তাঁর উপরেই নির্ভর করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ، وَ مَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَــهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾

(ফাতির : ২)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না। আর তিনি কিছু নিবারণ করলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা পুনরায় অবারিত করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

আসন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ নিজের শরীরের সাথে কোন জিনিস ঝুলিয়ে রাখলে তা তাকে কোনভাবেই বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে ওজিনিসের প্রতি সোপর্দ করে দেন। এতে করে তখন যা হবার তাই হয়ে যায়।

হযরত আবু মা'বাদ জুহানী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً ؛ وُكِلَ إِلَيْهِ

(তিরমিযী, হাদীস ২০৭২)

অর্থাৎ কেউ কোন বস্তু কোন উদ্দেশ্যে শরীর বা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখলে আল্লাহ্ তা'আলা ওকে উহার প্রতিই সোপর্দ করেন তথা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হয়না বরং যা হবার তাই হয়ে যায়।

হযরত রুওয়াইফি' ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে ডেকে বললেনঃ

يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُوْلُ بِكَ ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَــهُ أَوْ تَقَلَّــدَ وَتَراً أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيْءٌ مِنْهُ

(আহ্মাদ্ : ৪/১০৮)

অর্থাৎ হে রুওয়াইফি'! হয়তো তুমি বেশি দিন বাঁচবে। তাই তুমি সকলকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিবে যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি (নামাযরত অবস্থায়) দাড়ি পেঁচায়, গলায় তার ঝুলায় অথবা পশুর মল বা হাড্ডি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে মুহাম্মাদ ﷺ সে ব্যক্তি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

শুধু মানুষের শরীরেই কোন কিছু ঝুলানো নিষেধ যে তা সঠিক নয়। বরং আসন্ন বালা-মুসীবত বা কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উট, ঘোড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদির গলায়ও তার বা এ জাতীয় কোন কিছু ঝুলানো নিষেধ।

হযরত আবু বাশীর আন্সারী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি কোন এক সফরে রাসূল ﷺ এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তখন সবাই ঘুমে বিভোর। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ এ মর্মে জনৈক প্রতিনিধি পাঠান যে,

لاَ يَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ

(বুখারী, হাদীস ৩০০৫ মুসলিম, হাদীস ২১১৫ আবু দাউদ, হাদীস ২৫৫২)

অর্থাৎ কোন উটের গলায় তার বা অন্য কিছু ঝুলানো থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।

তবে শুধু বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে কোন পশুর গলায় কোন জিনিস লাগিয়ে রাখা নিষেধ নয়। বরং তা প্রয়োজনে করতে হয়। যাতে পশুটি পালিয়ে না যায়।

হযরত আবু ওহাব জুশামী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ارْتَبِطُوْا الْخَيْلَ ، وَ امْسَحُوْا بِنَوَاصِيْهَا وَ أَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ: أَكْفَالِهَا وَ قَلِّدُوْهَا ، وَ لاَ تُقَلِّدُوْهَا الأَوْتَارَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫৫৩)

অর্থাৎ তোমরা ঘোড়া বেঁধে রাখো এবং ওর কপাল বা পাছায় হাত বুলিয়ে দাও। প্রয়োজনে ওর গলায় কিছু বেঁধে দিতে পারো। কিন্তু আসন্ন বালা-মুসীবত বা কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার বা অন্য কিছু ঝুলিয়ে দিওনা।

২. ঝাঁড় ফুঁকের শির্কঃ

ঝাঁড় ফুঁকের শির্ক বলতে এমন মন্ত্র পড়ে ঝাঁড় ফুঁক করাকে বুঝানো হয় যে মন্ত্রের মধ্যে শির্ক রয়েছে।

হযরত যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার স্বামী 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ ﵁ একদা আমার গলায় একটি সুতো দেখে বললেনঃ এটি কি? আমি বললামঃ এটি মন্ত্র পড়া সুতো। এ কথা শুনা মাত্রই তিনি তা খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। অতঃপর বললেনঃ নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ্'র পরিবার শির্কের কাঙ্গাল নয়। বরং ওরা যে কোন ধরনের শির্ক হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি আরো বললেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَ التِّوَلَةَ شِرْكٌ ، قَالَتْ: قُلْتُ: لِمَ تَقُوْلُ هَذَا؟ وَ اللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِيْ تَقْذِفُ ، وَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُوْدِيِّ يَرْقِيْنِيْ ، فَإِذَا رَقَانِيْ سَكَنَتْ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ؛ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِه ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا؛ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكِ أَنْ تَقُوْلِيْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৮৩ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ৩৫৯৬)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঝাঁড় ফুঁক, তাবিজ কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য বস্তু শির্ক। হযরত যায়নাব বললেনঃ আমি বললামঃ আপনি এরূপ কেন বলছেন? আল্লাহ্'র কসম! আমার চোখ উঠলে ওমুক ইহুদীর নিকট যেতাম। অতঃপর সে মন্ত্র পড়ে দিলে তা ভালো হয়ে যেতো। তখন 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ ﵁ বলেনঃ এটি শয়তানের কাজ। সেই নিজ হাতে তোমার চোখে

খোঁচা মারতো। অতঃপর যখন মন্ত্র পড়ে দেয়া হতো তখন সে তা বন্ধ রাখতো। তোমার এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিলো যা রাসূল ﷺ বলতেন। তিনি বলতেনঃ হে মানুষের প্রভু! আপনি আমার রোগ নিরাময় করুন। আপনি আমাকে সুস্থ করুন। কারণ, আপনিই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। আপনার নিরাময়ই সত্যিকার নিরাময়। যার পর আর কোন রোগ থাকে না।

সকল মন্ত্রই শির্ক নয়। বরং সেই মন্ত্রই শির্ক যাতে শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে। যাতে ফিরিশ্তা, জিন ও নবীদের আশ্রয় বা সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। তাদের নিকট ফরিয়াদ কামনা করা হয়েছে বা তাদেরকে ডাকা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা কিতাব, তাঁর নাম ও বিশেষণ দিয়ে ঝাঁড় ফুঁক করা জায়িয।

হযরত 'আউফ বিন্ মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা জাহিলী যুগে অনেকগুলো মন্ত্র পড়তাম। তাই আমরা রাসূল ﷺ কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

اِعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ

(মুসলিম, হাদীস ২২০০ আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৮৬)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার সামনে উপস্থিত করো। কারণ, শির্কের মিশ্রণ না থাকলে যে কোন মন্ত্র পড়তে কোন অসুবিধে নেই।

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْحُمَةِ وَ النَّمْلَةِ

(মুসলিম, হাদীস ২১৯৬ তিরমিযী, হাদীস ২০৫৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৫৮১)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কুদৃষ্টি তথা বদনযর, বিচ্ছু বা সর্পবিষ ইত্যাদি এবং পিপড়ার মন্ত্র পড়ার অনুমতি দেন।

হযরত জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ মন্ত্র পড়া নিষেধ করে দিলে 'আমর বিন্ 'হায্মের গোত্ররা তাঁর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্'র

রাসূল! আমরা একটি মন্ত্র পড়ে বিচ্ছুর বিষ নামাতাম। অথচ আপনি মন্ত্র পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ কে মন্ত্রটি শুনালে তিনি বললেনঃ

مَا أَرَى بَأْساً ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

(মুসলিম, হাদীস ২১৯৯)

অর্থাৎ এতে কোন অসুবিধে নেই। তোমাদের কেউ নিজ ভাইয়ের উপকার করতে পারলে সে তা অবশ্যই করবে।

শুধু কোন মন্ত্রের ফায়দা প্রমাণিত হলেই তা পড়া জায়িয হয়ে যায়না। বরং তা শরীয়তের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হয়। দেখে নিতে হয় তাতে শির্‌কের কোন মিশ্রণ আছে কি না?

ইব্‌নুত্‌ তীন (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেনঃ

إِنَّ الْحَيَّةَ لِعَدَاوَتِهَا الإِنْسَانَ بِالطَّبْعِ تُصَادِقُ الشَّيَاطِيْنَ لِكَوْنِهِمْ أَعْدَاءَ بَنِيْ آدَمَ ، فَإِذَا عُزِمَ عَلَى الْحَيَّةِ بِأَسْمَاءِ الشَّيَاطِيْنِ أَجَابَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا ، وَ كَذَا اللَّدِيْغُ إِذَا رُقِيَ بِتِلْكَ الأَسْمَاءِ سَالَتْ سُمُوْمُهَا مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ

অর্থাৎ সাপ স্বভাবগতভাবে মানুষের শত্রু হওয়ার দরুন তার সাথে মানুষের আরেকটি শত্রু শয়তানের ভালো সখিত্ব রয়েছে। এতদ্‌কারণেই সাপের উপর শয়তানের নাম পড়ে দম করা হলে সে তা মান্য করে নিজ স্থান ত্যাগ করে। তেমনিভাবে সাপের ছোবলে আক্রান্ত ব্যক্তিকেও শয়তানের নামে ঝাঁড় ফুঁক করা হলে মানুষের শরীর হতে বিষ নেমে যায়।

মোটকথা, চার শর্তে ঝাঁড় ফুঁক করা জায়িয। যা নিম্নরূপঃ

১. তা আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম বা গুণাবলীর মাধ্যমে হতে হবে।

২. নিজস্ব ভাষায় হতে হবে। যাতে করে তা সহজেই বোধগম্য হয় এবং তাতে শির্‌কের মিশ্রণ আছে কিনা তা বুঝা যায়।

৩. যাদুমন্ত্র ব্যতিরেকে এবং শরীয়ত সমর্থিত জায়িয পন্থায় হতে হবে। কারণ, যে কোন উদ্দেশ্যে যাদুর ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফরীর শামিল।

৪. এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছে ছাড়া মন্ত্র (তা যাই হোক না কেন) কোন কাজই করতে পারবে না। আর এর বিপরীত বিশ্বাস হলে তা বড় শির্কে রূপান্তরিত হবে।

৩. তা'বীয-কবচের শির্কঃ

তা'বীয-কবচের শির্ক বলতে বালা-মুসীবত, কুদৃষ্টি ইত্যাদি দূরীকরণ অথবা প্রতিরোধের জন্য দানা গোটা, কড়ি কঙ্কর, কাষ্ঠ খণ্ড, খড়কুটো, কাগজ, ধাত ইত্যাদি শরীরের যে কোন অঙ্গে ঝুলানোকে বুঝানো হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে রোগ নিরাময়ের জন্য দু'টি জায়িয মাধ্যম অবলম্বন করা যেতে পারে। যা নিম্নরূপঃ

ক. শরীয়ত সমর্থিত মাধ্যম। যা দো'আ ও জায়িয ঝাঁড় ফুঁকের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যা ক্রিয়াশীল হওয়া কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। এ মাধ্যমটি গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হওয়াই প্রমাণ করে। কারণ, তিনি নিজেই বান্দাহ্কে এ মাধ্যম গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন।

খ. প্রকৃতিগত মাধ্যম। যা মাধ্যম হওয়া মানুষের বোধ ও বিবেক প্রমাণ করে। যেমনঃ পানি পিপাসা নিবারণের মাধ্যম। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরিকৃত ওষুধ নির্ধারিত রোগ নিরাময়ের মাধ্যম।

তাবিজ কবচ উক্ত মাধ্যম দু'টোর কোনটিরই অধীন নয়। না শরীয়ত উহাকে সমর্থন করে, না প্রকৃতিগতভাবে উহা কোন ব্যাপারে ক্রিয়াশীল। অতএব তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ إِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ، وَ إِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَـــلاَ رَادَّ

لِفَضْلِهِ ، يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴾

(ইউনুস : ১০৭)

অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোর নেই। তিনি নিজ বান্দাহ্দের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ عَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

(মায়িদাহ্ : ২৩)

অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপরই ভরসা করো যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।

হযরত আবু মা'বাদ জুহানী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً ؛ وُكِلَ إِلَيْهِ

(তিরমিযী, হাদীস ২০৭২)

অর্থাৎ কেউ কোন বস্তু কোন মাকসুদে শরীর বা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উহার প্রতিই সোপর্দ করেন তথা তার মাকসুদটি পূর্ণ করা হয়না বরং যা হবার তাই হয়ে যায়।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَ التِّوَلَةَ شِرْكٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৮৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৫৯৬)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঝাঁড় ফুঁক, তাবিজ কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য যে কোন বস্তু শির্ক।

হযরত 'উক্ববা বিন্ 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَقْبَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَهْطٌ ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَ أَمْسَكَ عَنْ وَاحِد ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بَايَعْتَ تِسْعَةً وَ أَمْسَكْتَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا ، فَبَايَعَهُ وَ قَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

(আহ্মাদ্ : ৪/১৫৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর নিকট দশ জন ব্যক্তি আসলে তিনি তম্মধ্যে নয় জনকেই বায়'আত করান। তবে এক জনকে বায়'আত করাননি। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি নয় জনকেই বায়'আত করিয়েছেন। তবে একে করাননি কেন? তিনি বললেনঃ তার হাতে তাবিজ আছে। অতঃপর লোকটি তাবিজটি ছিঁড়ে ফেললে রাসূল ﷺ তাকে বায়'আত করিয়ে বললেনঃ যে তাবিজ কবচ ঝুলালো সে শির্ক করলো।

হযরত সাঈদ বিন্ জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِنْ إِنْسَان كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَة

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর তাবিজ কবচ কেটে ফেললো তার আমলনামায় একটি গোলাম আযাদের সাওয়াব লেখা হবে।

বিশেষভাবে জানতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী এবং কোর'আন মাজীদের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীস দিয়ে তাবিজ কবচ করার ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিলো।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ ﷺ ও হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এ জাতীয় তাবিজ কবচ জায়িয হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। হযরত আবু জা'ফর মুহাম্মাদ্ আল্ বাক্বির ও হযরত ইমাম আহ্মাদ্ (এক বর্ণনায়)

এবং হযরত ইমাম ইব্‌নুল্ কাইয়িম (রাহিমাহুমুল্লাহ্) ও এ মতের সমর্থন করেন।

অন্য দিকে হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ্, 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্, হুযাইফা, 'উক্ববা বিন্ 'আমির, 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উক্বাইম ﷺ এবং হযরত 'আল্‌ক্বামা, ইব্রাহীম বিন্ ইয়াযীদ্ নাখা'য়ী, আস্‌ওয়াদ্, আবু ওয়া'ইল্, 'হারিস্ বিন্ সুওয়াইদ্, 'উবাইদাহ্ সাল্‌মানী, মাস্‌রূক্ব, রাবী' বিন্ খাইসাম্, সুওয়াইদ্ বিন্ গাফ্‌লা (রাহিমাহুমুল্লাহ্) সহ আরো অন্যান্য বহু সাহাবী ও তাবিয়ীন তাবিজ ও কবচ না জায়িয বা শির্ক হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেন। হযরত ইমাম আহ্‌মাদ্‌ও (এক বর্ণনায়) এ মত গ্রহণ করেন। চাই তা কোর'আন ও হাদীস এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী দিয়ে হোক অথবা চাই তা অন্য কিছু দিয়ে হোক। কারণ, হাদীসের মধ্যে তাবিজ ও কবচ শির্ক হওয়ার ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কোন পার্থক্য করা হয়নি এবং এ ব্যাপকতা হাদীস বর্ণনাকারীরাও বুঝেছেন। শুধু আমরাই নয়।

অন্য দিকে তাবিজ ও কবচ জায়িয হওয়ার ব্যাপারটিকে ঝাঁড় ফুঁকের সাথে তুলনা করা যায়না। কারণ, ঝাঁড় ফুঁকের মধ্যে কাগজ, চামড়া ইত্যাদির প্রয়োজন হয়না যেমনিভাবে তা প্রয়োজন হয় তাবিজ ও কবচের মধ্যে। বরং তাবিজ ও কবচ না জায়িয হওয়ার ব্যাপারকে শির্ক মিশ্রিত ঝাঁড় ফুঁকের সাথে সহজেই তুলনা করা যেতে পারে।

যখন অধিকাংশ সাহাবা ও তাবিয়ীন সে স্বর্ণ যুগে কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক তাবিজ ও কবচ দেয়া না জায়িয বা অপছন্দ করেছেন তা হলে এ ফিতনার যুগে যে যুগে তাবিজ ও কবচ দেয়া বিনা পুঁজিতে লাভজনক একটি ভিন্ন পেশা হিসেবে রূপ নিয়েছে কিভাবে তা জায়িয হতে পারে? কারণ, এ যুগে তাবিজ ও কবচ দিয়ে সকল ধরনের হারাম কাজ করা হয় এবং এ যুগের তাবিজদাতারা এর সাথে অনেক শির্ক ও কুফরের সংমিশ্রণ করে থাকে। তারা মানুষকে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল না করে নিজের তাবিজ ও

কবচের উপর নির্ভরশীল করে। এমনকি অনেক তাবিজদাতা এমনও রয়েছে যে, কেউ তার নিকট এসে কোন সামান্য সমস্যা তুলে ধরলে সে নিজ থেকে আরো কিছু বাড়িয়ে তা আরো ফলাও করে বর্ণনা করতে থাকে। যাতে খদ্দেরটি কোনভাবেই হাতছাড়া না হয়ে যায়। তাতে করে মানুষ আল্লাহ্‌ভক্ত না হয়ে তাবিজ বা তাবিজদাতার কঠিন ভক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক তাবিজ কবচ দেয়া বহু হারাম কাজ ও বহু শির্কের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। যা প্রতিহত করা দল মত নির্বিশেষে সকল মুসলমানেরই কর্তব্য। এরই পাশাপাশি তাবিজ ও কবচ ব্যবহারে কোর'আন ও হাদীসের প্রচুর অপমান ও অসম্মান হয় যা বিস্তারিতভাবে বলার এতটুকুও অপেক্ষা রাখে না।

৪. বরকতের শির্কঃ

বরকতের শির্ক বলতে শরীয়ত অসমর্থিত কোন ব্যক্তি, বস্তু বা সময়কে অবলম্বন করে ধর্ম বা বিষয়গত কোন প্রয়োজন নিবারণ অথবা অধিক কল্যাণ ও পুণ্যের আশা করাকে বুঝানো হয়।

সহজ ভাষায় বলতে হয়, কোর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মধ্যে বরকত রাখেননি সেগুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়।

তাবার্রুকের প্রকারভেদঃ

তাবার্রুক বা বরকত কামনা সর্ব সাকুল্যে দু' ধরনের হয়ে থাকে। যা নিম্নরূপঃ

বৈধ তাবার্রুকঃ

বৈধ তাবার্রুক বলতে যে ধরনের ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইসলামী শরীয়তে জায়িয সে গুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে

বুঝানো হয়। তা আবার চার প্রকারঃ

১. নবী সত্তা বা তাঁর নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণঃ

এ জাতীয় তাবার্রুক শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী সত্তা ও তদীয় নিদর্শন সমূহে এমন বিশেষ বরকত রেখেছেন যা অন্য কারোর সত্তা বা নিদর্শন সমূহে রাখেননি।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِه نَفَثَ عَلَيْهِ بِـالْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّـا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَ أَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ ، لِأَنَّهَـا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِيْ

(বুখারী, হাদীস ৪৪৩৯, ৫০১৬, ৫৭৩৫, ৫৭৫১ মুসলিম, হাদীস ২১৯২)

অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর নিজ পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি তার উপর সূরা ফালাক্ব, নাস্ ইত্যাদি পড়ে দম করতেন। অতঃপর তিনি যখন শেষ বারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন যাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায় তখন আমিই তাঁর উপর সূরা ফালাক্ব, নাস্ ইত্যাদি পড়ে দম করতাম এবং তাঁর নিজ হাত দিয়েই আমি তাঁর শরীর বুলিয়ে দিতাম। কারণ, তাঁর হাত আমার হাতের চাইতে অধিক বরকতময়।

হযরত আনাস্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيْهِ ، فَرُبَّمَا جَاؤُوْهُ فِيْ الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيْهِ

(মুসলিম, হাদীস ২৩২৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ ফজরের নামায শেষ করলেই মদীনার গোলাম ও খাদিমরা পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হতো। যে কোন পাত্রই তাঁর নিকট উপস্থিত করা হতো তাতেই তিনি নিজ হস্ত মুবারাক ঢুকিয়ে দিতেন। এমনকি

অনেক সময় শীতের ভোর সকালে তাঁর নিকট পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে আসা হতো। অতঃপর তিনি তাতেও নিজ হস্ত মুবারাক ঢুকিয়ে দিতেন।

হ্যরত আনাস্ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَ الْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ ، وَ أَطَافَ بِـهِ أَصْـحَابُهُ ، فَمَـا يُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِيْ يَدِ رَجُلٍ

(মুসলিম, হাদীস ২৩২৫)

অর্থাৎ আমি রাসূল ﷺ কে দেখতাম, নাপিত তাঁর মাথা মুণ্ডাচ্ছে। আর এ দিকে সাহাবারা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। কোন একটি চুল পড়লেই তা পড়তো যে কোন এক ব্যক্তির হাতে। তারা তা কখনোই মাটিতে পড়তে দিতো না।

হ্যরত মিস্ওয়ার্ বিন্ মাখ্রামা ও মার্ওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ

ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَيْنَيْهِ ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَ جِلْدَهُ ، وَ إِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ ، وَ إِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِه

(বুখারী, হাদীস ২৭৩১, ২৭৩২)

অর্থাৎ অতঃপর 'উর্ওয়া নবী কারীম ﷺ এর সাহাবাদেরকে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করছিলো। সে আশ্চর্য হয়ে বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! রাসূল ﷺ কখনো এতটুকু কফ ফেলেননি যা তাদের কোন এক জনের হাতে না পড়ে মাটিতে পড়েছে। অতঃপর সে তা দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ও শরীর মলে নেয়নি। নবী ﷺ তাদেরকে কোন কাজের আদেশ করতেই তারা তা করার জন্য দৌড়ে যেতো। আর তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি সংগ্রহের জন্য তারা উঠে পড়ে লাগতো।

উক্ত হাদীস এবং এ সংক্রান্ত আরো অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস এটিই প্রমাণ করে যে, রাসূল সত্তা এবং তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম, কফ, থুতু ইত্যাদি এবং তাঁর চুল ও ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে এমন কিছু বরকত রেখেছেন যা তিনি অন্য কোথাও রাখেননি।

তবে দুনিয়ার কোথাও এ জাতীয় কোন কিছু পাওয়া গেলে সর্ব প্রথম সঠিক বর্ণনাসূত্রে আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা একমাত্র রাসূল ﷺ এর। অন্য কারোর নয়। কারণ, এ জাতীয় কোন কিছু কারোর সংগ্রহে থেকে থাকলে একান্ত বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে সে মৃত্যুর সময় তার কবরে তার সঙ্গে তা দাফন করার জন্য অবশ্যই অসিয়ত করে যাবে। বোকামি করে সে তা কখনো কারোর জন্য রেখে যাবেনা। তবে ঘটনাক্রমে তা থেকেও যেতে পারে। এ জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

২. আল্লাহ্'র যিকির ও নেককারদের সাথে বসে বরকত হাসিল করাঃ

এটিও বহু বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ لِلَّه مَلائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِيْ الطُّرُق يَلْتَمسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْماً يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ ، قَالَ: فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ ، وَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ، مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ؟ قَالَ: تَقُوْلُ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَ يُكَبِّرُوْنَكَ وَ يَحْمَدُوْنَكَ وَ يُمَجِّدُوْنَكَ ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ وَ اللهِ مَا رَأَوْكَ ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: وَ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَ أَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْداً وَ تَحْمِيْداً

وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحاً ، قَالَ: يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَ هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ وَ اللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا ، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً ، وَ أَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً ، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَ هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ وَ اللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا ، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً ، وَ أَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، قَالَ: يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ: فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

(বুখারী, হাদীস ৬৪০৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৮৯)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার এমন অনেকগুলো ফিরিশ্তা রয়েছেন যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ান এবং যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তারা কোন জন সমষ্টিকে যিকির করতে দেখেন তখন তারা পরস্পরকে এ বলে ডাকতে থাকেন যে, আসো! তোমাদের কাজ মিলে গেলো। অতঃপর তারা নিজ পাখাগুলো দিয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি এ ব্যাপারে তাদের চাইতেও বেশি জানেন, আমার বান্দাহ্রা কি বলে? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশ্তারা বলেনঃ না, আল্লাহ্'র কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা আমাকে দেখতে পেলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা আপনাকে দেখতে পেলে আরো বেশি ইবাদাত করতো। আরো অধিক আপনার সম্মান, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ্ তা'আলা

বলেনঃ তারা আমার কাছে কি চায়? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফিরিশ্তারা বলেনঃ না, আল্লাহ্'র কসম! হে প্রভু! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা জান্নাত দেখলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা জান্নাত দেখতে পেলে জান্নাতের প্রতি তাদের উৎসাহ্ ও লোভ আরো বেড়ে যেতো। আরো মরিয়া হয়ে জান্নাত কামনা করতো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা কি বস্তু থেকে আমার আশ্রয় কামনা করে? ফিরিশ্তারা বলেনঃ জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফিরিশ্তারা বলেনঃ না, আল্লাহ্'র কসম! হে প্রভু! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা জাহান্নাম দেখলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেনঃ তারা জাহান্নাম দেখতে পেলে জাহান্নামকে আরো বেশি ভয় পেতো এবং জাহান্নাম থেকে আরো বেশি পলায়নপর হতো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছিঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। জনৈক ফিরিশ্তা বলেনঃ তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের অন্তর্ভূত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তারা আমার উদ্দেশ্যেই বসেছে। সুতরাং তাদের সাথে যে বসেছে সেও আমার রহমত হতে বঞ্চিত হতে পারেনা।

উক্ত হাদীসে যিকিরের মজলিশ বিশেষ বরকত ও মাগ্ফিরাতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি ইহার বরকত এমন ব্যক্তির ভাগ্যেও জুটবে যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের সাথে বসেছে।

৩. যে কোন মসজিদে নামায ও ইবাদাতের মাধ্যমে বরকত গ্রহণঃ

যে কোন মসজিদে বিশেষভাবে তিনটি মসজিদে নামায ও অন্যান্য

ইবাদাতের মাধ্যমে বরকত কামনা করা শরীয়ত সম্মত। সে তিনটি মসজিদ হলোঃ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে 'আক্সা।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

(বুখারী, হাদীস ১১৯০ মুসলিম, হাদীস ১৩৯৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৪২৪, ১৪২৬)

অর্থাৎ আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম। তবে শুধু মসজিদে হারাম। তাতে নামায পড়ার সাওয়াব আরো অনেক বেশি।

হযরত জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَـــرَامَ ، وَصَلاَةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৪২৭ আহ্মাদ্ : ৩/৩৪৩, ৩৯৭)

অর্থাৎ আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম। তবে শুধু মসজিদে হারাম। কারণ, তাতে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে লক্ষ ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম।

হযরত আবু যর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيْهِ يَعْنِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَ لَـــنِعْمَ الْمُصَلِّيْ هُوَ ، وَ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَكُوْنَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الأَرْضِ حَيْـــثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا

(হাকিম্ : ৪/৫০৯ ইব্নু 'আসাকির্ : ১/১৬৩-১৬৪ ত্বাহাবী/মুশ্কিলুল্ আসার্ : ১/২৪৮)

অর্থাৎ আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া বাইতুল মাক্বদিসে চার ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম। ভাগ্যবান সে মুসল্লী যে বাইতুল মাক্বদিসে নামায পড়েছে। অতি সন্নিকটে সে দিন যে দিন কারোর নিকট তার ঘোড়ার

রশি পরিমাণ জায়গা থাকাও অধিক পছন্দনীয় হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে। যে জায়গা থেকে সে বাইতুল মাক্বদিস দেখতে পাবে।

তবে এ সকল মসজিদে নামায বা যে কোন ইবাদাতে বরকত রয়েছে বলে এ মসজিদগুলোর দেয়াল, পিলার, দরোজা, চৌকাঠ ইত্যাদিতে এমন কোন বরকত নেই যা সেগুলো স্পর্শ করার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। কারণ, এ ব্যাপারে শরীয়তের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

৪. শরীয়ত স্বীকৃত খাদ্য, পানীয় বা ওষুধ কর্তৃক বরকত গ্রহণঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে যে খাদ্য, পানীয় বা ওষুধে বরকত রয়েছে যা কোর'আন বা হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত তা নিম্নরূপঃ

ক. যাইতুনের তেল।

এ তেল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ غَرْبِيَّةٍ ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾

(নূর : ৩৫)

অর্থাৎ যা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তেল দিয়ে যা প্রাচ্যেরও নয়, প্রতিচ্যেরও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও সে তেল যেন উজ্জ্বল আলো দেয়।

হযরত 'উমর, আবু উসাইদ্ ও আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

كُلُوْا الزَّيْتَ وَ ادَّهِنُوْا بِهِ ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

(তিরমিযী, হাদীস ১৮৫১, ১৮৫২ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৩৮২ হাকিম্, হাদীস ৩৫০৪, ৩৫০৫ আহ্মাদ্ : ৩/৪৯৭)

অর্থাৎ তোমরা যাইতুনের তেল খাও এবং শরীরে মালিশ করো। কারণ, তা বরকতময় গাছ থেকে সংগৃহীত।

খ. দুধ পান ও তাতে বরকত কামনা করা।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْهِ ، وَ ارْزُقْنَا خَيْراً مِّنْهُ ؛ وَ مَــنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْهِ ، وَ زِدْنَا مِنْهُ ؛ فَإِنِّيْ لاَ أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنَ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৩৮৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে কোন খাদ্য গ্রহণের সুযোগ দেন সে অবশ্যই বলবেঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং আমাদেরকে এর চাইতেও আরো ভালো রিযিক দিন। আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুধ পানের সুযোগ দেন সে অবশ্যই বলবেঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং আমাদেরকে তা আরো বাড়িয়ে দিন। কারণ, আমি দুধ ছাড়া এমন অন্য কোন বস্তু দেখছিনা যা একইসঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ের কাজ করে।

গ. মধু পান ও তা কর্তৃক উপশম কামনা করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ، فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾

(নাহ্ল্ : ৬৯)

অর্থাৎ ওর (মৌমাছি) উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় (মধু) ; যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি।

হ্যরত আবু সাঈদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ ، فَقَالَ: اسْقِه عَسَلاً ، ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ: اسْقِه عَسَلاً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: اسْقِه عَسَلاً، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ ، اسْقِه عَسَلاً، فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

(বুখারী, হাদীস ৫৬৮৪, ৫৭১৬ মুসলিম, হাদীস ২২১৭)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ কে বললেনঃ আমার ভাইয়ের পেটের রোগ (কলেরা) দেখা দিয়েছে। তিনি বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। সে আবারো এসে আপত্তি জানালো। রাসূল ﷺ আবারো বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। সে আবারো এসে আপত্তি জানালে নবী ﷺ আবারো বললেনঃ তাকে মধু পান করাও। সে আবারো এসে বললোঃ আমি মধু পান করিয়েছি। কিন্তু কোন ফায়েদা হয়নি। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিই বলেছেনঃ মধুর মধ্যে রোগের উপশম রয়েছে। তবে তোমার ভাইয়ের পেঠ মিথ্যা বলছে। তাকে আবারো মধু পান করাও। অতঃপর সে আবারো মধু পান করালে তার ভাইয়ের পেটের রোগ ভালো হয়ে যায়।

ঘ. যমযমের পানিঃ

এর মধ্যেও প্রচুর বরকত রয়েছে।

হযরত আবু যর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন রাসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মক্কা নগরীতে এ ত্রিশ দিন পর্যন্ত তোমাকে কে খাইয়েছে? তখন আমি বললামঃ

مَا كَانَ لِيْ طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِيْ ، وَ مَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِيْ سُخْفَةَ جُوْعٍ ، قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ

(মুসলিম, হাদীস ২৪৭৩)

অর্থাৎ এতোদিন যমযমের পানি ছাড়া কোন খাদ্য আমার নিকট ছিলনা। তবুও আমি মোটা হয়ে গিয়েছি। এমনকি আমার পেটে ভাঁজ পড়ে গেছে এবং

আমি খিদের কোন দুর্বলতা অনুভব করছিনে। রাসূল ﷺ বললেনঃ নিশ্চয়ই যমযমের পানি বরকতময়। নিশ্চয়ই তা খাদ্য বৈ কি?

অবৈধ বা শির্ক জাতীয় তাবার্রুকঃ

অবৈধ বা শির্ক জাতীয় তাবার্রুক বলতে যে ধরনের ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইসলামী শরীয়তে নাজায়িয সে গুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়। তা আবার তিন প্রকারঃ

১. বরকতের নিয়্যাতে কোন ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ বা কোন বস্তু স্পর্শ করণঃ

যেমনঃ বরকতের নিয়্যাতে আর্ক্বাম্ বিন্ আর্ক্বাম্ সাহাবীর ঘর, হেরা ও সাউর গিরিগুহা যিয়ারাত এবং কোন কোন মসজিদ বা মাযারের দেয়াল, জানালা, চৌকাঠ বা দরোজা স্পর্শ বা চুমু দেয়া ইত্যাদি। এ সব বিদ্'আত, শির্ক ও না জায়িয কাজ। কারণ, বরকত গ্রহণ একটি ইবাদাত যা অবশ্যই শরীয়ত সম্মত হতে হবে। যদি এগুলোতে কোন বরকত থাকতো তা হলে অবশ্যই রাসূল ﷺ তা নিজ উম্মাতকে জানিয়ে দিতেন এবং সাহাবায়ে কিরামও অবশ্যই এ গুলোতে বরকত কামনা করতেন। কারণ, তাঁরা কোন পুণ্যময় কর্মে আমাদের চাইতে কোনভাবেই পিছিয়ে ছিলেন না। যখন তাঁরা এতে কোন বরকত দেখেননি তাহলে কি করে আমরা সেগুলোতে বরকত কামনা করতে যাবো। তা একেবারেই যুক্তি বহির্ভূত।

রাসূল ﷺ কোন বস্তু কর্তৃক বরকত হাসিলকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করেছেন।

হযরত আবু ওয়াক্বিদ্ লাইসী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ –يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ– يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ

كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى:

﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ! ﴾

(আ'রাফ : ১৩৮)

وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

(তিরমিযী, হাদীস ২১৮০ 'হুমাইদী, হাদীস ৮৪৮ ত্বায়ালিসী, হাদীস ১৩৪৬ আব্দুর্ রায্যাক্, হাদীস ২০৭৬৩ ইব্নু হিব্বান্/মাওয়ারিদ্, হাদীস ১৮৩৫ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৩২৯০, ৩২৯৪)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখন 'হুনাইন্ অভিমুখে রওয়ানা করলেন তখন পথিমধ্যে তিনি মুশ্রিকদের "যাতু আন্ওয়াত" নামক একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যার উপর তারা যুদ্ধের অস্ত্র সমূহ বরকতের আশায় টাঙ্গিয়ে রাখতো। তখন সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাদের জন্যও একটি গাছ ঠিক করে দিন যেমনিভাবে মুশ্রিকদের জন্য একটি গাছ রয়েছে। নবী ﷺ বললেনঃ আশ্চর্য! তোমরা সে দাবিই করছো যা মূসা عليه السلام এর সম্প্রদায় তাঁর নিকট করেছিলো। তারা বলেছিলোঃ হে মূসা! আপনি আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বা মা'বূদ ঠিক করে দিন যেমনিভাবে অন্যদের অনেকগুলো মূর্তি বা মা'বূদ রয়েছে। রাসূল ﷺ বললেনঃ ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসারী হবে।

২. শরীয়ত অসম্মত কোন সময় কর্তৃক বরকত কামনা করণঃ

যেমনঃ নবী ﷺ এর জন্ম দিন, মি'রাজের রাত্রি এবং হিজরত, বদর যুদ্ধ ইত্যাদির দিনকে বরকতময় মনে করা।

যদি এ সময় গুলোতে কোন বরকত থাকতো তা হলে রাসূল ﷺ অবশ্যই তা নিজ উম্মাতকে শিখিয়ে যেতেন এবং সাহাবায়ে কিরামও তা অবশ্যই পালন

করতেন। যখন তাঁরা তা করেননি তা হলে বুঝা গেলো এতে কোন বরকত নেই। বরং তা কর্তৃক বরকত গ্রহণ বিদ্'আত ও শির্ক।

৩. কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণঃ

ইতিপূর্বে দলীল-প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এবং তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম, কফ, থুতু ইত্যাদি এবং তাঁর চুল ও ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে এমন কিছু বরকত রেখেছেন যা তিনি অন্য কোথাও রাখেননি।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, রাসূল ﷺ ও তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক যখন বরকত হাসিল করা জায়িয তখন অবশ্যই ওলী-বুযুর্গ ও তদীয় নিদর্শন সমূহ কর্তৃক বরকত হাসিল করাও জায়িয হতে হবে। কারণ, তাঁরা নবীর ওয়ারিশ।

উত্তরে বলতে হবে যে, প্রবাদে বলেঃ কোথায় আব্দুল আর কোথায় খালকূল। কোথায় রাসূল ﷺ আর কোথায় আমাদের ধারণাকৃত বুযুর্গরা। আর যদি উভয়ের মধ্যে তুলনা করা সম্ভবই হতো তাহলে সাধারণ সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم অবশ্যই হযরত আবু বকর, 'উমর, 'উস্মান, 'আলী ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم এর সত্তা ও নিদর্শনাবলী কর্তৃক বরকত হাসিল করতেন। যখন তাঁরা তা করতে যাননি। তাহলে বুঝা যায়, এ রকম তুলনা করা সত্যিই বোকামো।

অন্য দিকে আমরা কাউকে নিশ্চিতভাবে ওলী বা বুযুর্গ বলে ধারণা করতে পারি না। কারণ, বুযুর্গী বলতে সত্যিকারার্থে অন্তরের বুযুর্গীকেই বুঝানো হয়। আর এ ব্যাপারে কোর'আন ও হাদীসের মাধ্যম ছাড়া কেউ কারোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। শুধু আমরা কারোর সম্পর্কে এতটুকুই বলতে পারি যে, মনে হয় তিনি একজন আল্লাহ্'র ওলী। সুতরাং তাঁর ভালো পরিসমাপ্তির আশা করা যায়। নিশ্চয়তা নয়। এমনো তো হতে পারে যে, আমরা জনৈক কে বুযুর্গ মনে করছি। অথচ সে মৃত্যুর সময় ঈমান নিয়ে মরতে পারেনি।

আরেকটি বিশেষ কথা এইযে, আমাদের ধারণাকৃত কোন বুযুর্গের সাথে বরকত নেয়ার আচরণ দেখানো হলে তাতে তাঁর উপকার না হয়ে বেশিরভাগ অপকারই হবে। কারণ, এতে করে তাঁর মধ্যে গর্ব, আত্মম্ভরিতা ও নিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবার রোগ জন্ম নেয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা কারোর সম্মুখবর্তী প্রশংসারই শামিল যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

৫. যাদুর শির্কঃ

যাদুর শির্ক বলতে এমন কতোগুলো মন্ত্র বা অবোধগম্য শব্দসমষ্টিকে বুঝানো হয় যা যাদুকর নিজ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে থাকে। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন ওষুধ, সুতায় গিরা বা ধুনা দিয়েও যাদু করা হয়।

এগুলো সব শয়তানের কাজ। তবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় কখনো কখনো তা কারো কারোর অন্তরে বা শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যদ্দরুন কেউ কেউ কখনো কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কারো কারোকে এরই মাধ্যমে হত্যা করা হয়। আবার কখনো কখনো এরই কারণে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়। আরো কতো কি।

সর্ব সাকুল্য দু'টি কারণেই যাদু শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

১. এগুলো করতে গেলে জিনদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য তাদের নামে মানত বা কোরবানি দিতে হয়। কিংবা যে কোনভাবে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়। যা শির্কের অন্তর্গত।

২. জাদুকররা ইল্মুল্ গাইবের দাবি করে থাকে। তাও একটি মারাত্মক শির্ক বৈ কি?

উক্ত কারণেই রাসূল ﷺ যাদুর ব্যাপারটিকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَات ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَ السِّحْرُ ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَ أَكْلُ الرِّبَا ، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَ التَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَات الْمُؤْمِنَات الْغَافِلاَت

(বুখারী, হাদীস ২৭৬৬, ৬৮৫৭ মুসলিম, হাদীস ৮৯)

অর্থাৎ তোমরা সর্বনাশা সাতটি গুনাহ্ থেকে বিরত থাকো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! ওগুলো কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করা, যাদুর আদান-প্রদান, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীম-অনাথের সম্পদ ভক্ষণ, সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন ও সতী-সাধ্বী মু'মিন মহিলাদের ব্যাপারে কুৎসা রটানো।

যাদু বাস্তবিকপক্ষে একটি মহা ক্ষতিকর বস্তু। যা বিশ্বাস না করে কোন উপায় নেই। তবে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়া তা এককভাবে কারোর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কেও যাদু করা হয়েছে এবং তা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছায় তাঁর প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفعَلُ الشَّيْءَ وَ مَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَ دَعَا ، ثُمَّ قَالَ: أَشَعَرْت أَنَّ اللهَ أَفْتَانِيْ فِيْمَا فِيْه شِفَائِيْ ، أَتَانِيْ رَجُلاَن فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيْ وَ الآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوْبٌ ، قَالَ: وَ مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، قَالَ: فِيْمَا ذَا؟ قَالَ: فِيْ مُشْط وَ مُشَاطَة فِيْ جُفِّ طَلْعَة ذَكَرٍ ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ: نَخْلُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنَ ، فَقُلْتُ: اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ: لاَ ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِيَ اللهُ ،

وَ خَشِيْتُ أَنْ يُثِيْرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرّاً ، ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ

(বুখারী, হাদীস ৩১৭৫, ৩২৬৮, ৫৭৬৩, ৫৭৬৫, ৫৭৬৬, ৬০৬৩, ৬৩৯১ মুসলিম, হাদীস ২১৮৯)

অর্থাৎ নবী ﷺ কে যাদু করা হয়েছে। তখন এমন মনে হতো যে, তিনি কোন একটি কাজ করেছেন অথচ তিনি সে কাজটি আদৌ করেননি। একদা তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট করুণ প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি জানো কি? আল্লাহ্ তা'আলা আমার চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। আমার নিকট দু'জন ফিরিশ্তা আসলেন। তম্মধ্যে এক জন আমার মাথার নিকট আর অপর জন আমার পায়ের নিকট বসলেন। অতঃপর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ লোকটির সমস্যা কি? অপর জন বললেনঃ তাঁকে যাদু করা হয়েছে। আবারো প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে যাদু করেছে? অপর জন বললেনঃ লাবীদ বিন্ আ'সাম্। আবারো প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি জিনিস দিয়ে সে যাদু করলো? অপর জন বললেনঃ চিরুনি, দাড়ি বা কেশ দিয়ে। যা রাখা হয়েছে নর খেজুরের মুকুলের আবরণে। আবারো প্রথম জন জিজ্ঞাসা করলেনঃ তা কোথায় ফেলানো হয়েছে? অপর জন বললেনঃ যার্ওয়ান কূপে। অতঃপর রাসূল ﷺ সে কুয়ায় গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে বললেনঃ কুয়ো পাশের খেজুর গাছ গুলোকে শয়তানের মাথার ন্যায় মনে হয়। হযরত 'আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেনঃ জিনিস গুলো উঠিয়ে ফেলেননি? রাসূল ﷺ বললেনঃ না, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। তবে আমার ভয় হয়, ব্যাপারটি ভবিষ্যতে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। অতঃপর কুয়োটি ভরাট করে দেয়া হয়।

যাদু কুফরও বটে। তেমনিভাবে তা ক্ষতিকরও। তবে তা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়া কারোর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَ لَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ، وَ مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ، وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ، وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لاَ يَنْفَعُهُمْ ، وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِيْ الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ، وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾

(সূরা বাকারাহ্‌ : ১০২)

অর্থাৎ সুলাইমান ﷺ এর রাজত্বকালে শয়তানরা যাদুকরদেরকে যা শেখাতো ইহুদীরা তারই অনুসরণ করেছে। সুলাইমান ﷺ কখনো কুফুরি করেননি। বরং শয়তানরাই কুফুরি করেছে, তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো বাবেল শহরে বিশেষ করে হারূত-মারূত ব্যক্তিদ্বয়কে। (জিব্রীল ও মীকাঈল) ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি (যা ইহুদিরা ধারণা করতো)। তবে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় কাউকে যাদু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ না তারা বলতোঃ আমরা পরীক্ষাসরূপ মাত্র। অতএব তোমরা (যাদু শিখে) কুফরী করো না। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ব্যক্তিদ্বয় থেকে তাই শিখতো যা দিয়ে তারা স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতো। তবে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া তা কর্তৃক কারোর ক্ষতি করতে পারতো না। তারা তাই শিখেছে যা তাদের একমাত্র ক্ষতিই সাধন করবে। সামান্যটুকুও উপকার করতে পারবে না। তারা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, যে ব্যক্তি যাদু শিখেছে তার জন্য পরকালে কিছুই নেই। তারা যে যাদু ও কুফরীর বিনিময়ে নিজ সত্তাকে বিক্রি করে দিয়েছে তা সত্যিই নিকৃষ্ট, যদি তারা তা জানতো।

যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই।

হযরত জুনদুব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

حَدُّالسَّاْحِرِضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৪৬০)

অর্থাৎ যাদুকরের শাস্তি তলোয়ারের কোপ তথা শিরশ্ছেদ।

হযরত জুনদুব ﵁ শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তা বাস্তবে কার্যকরী করেও দেখিয়েছেন।

হযরত আবু 'উসমান নাহ্দী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ عِنْدَ الْوَلِيْدِ رَجُلٌ يَلْعَبُ ، فَذَبَحَ إِنْسَاناً وَ أَبَانَ رَأْسَهُ ، فَعَجِبْنَا فَأَعَادَ رَأْسَهُ، فَجَاءَ جُنْدُبٌ الأَزْدِيْ فَقَتَلَهُ

(বুখারী/আত্তা'রীখুল্ কাবীর : ২/২২২ বায়হাক্বী : ৮/১৩৬)

অর্থাৎ ইরাকে ওয়ালীদ্ বিন্ 'উক্ববার সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি খেলা দেখাচ্ছিলো। সে আরেক ব্যক্তির মাথা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এতে আমরা খুব বিস্মিত হলে লোকটি কর্তিত মাথা খানি যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে হযরত জুনদুব ﵁ এসে তাকে হত্যা করলেন।

তেমনিভাবে উম্মুল্ মু'মিনীন হযরত 'হাফ্সা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) ও নিজ ক্রীতদাসীকে জাদুকর প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যা করে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سَحَرَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– جَارِيَةٌ لَهَا ، فَأَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ، فَقَتَلَتْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– فَغَضِبَ ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– فَقَالَ: جَارِيَتُهَا سَحَرَتْهَا ، أَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَ أَخْرَجَتْهُ ، قَالَ: فَكَفَّ عُثْمَانُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ الرَّاوِيْ: وَ كَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ لِقَتْلِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ

('আব্দুর রায্যাক, হাদীস ১৮৭৪৭ বায়হাক্বী : ৮/১৩৬)

অর্থাৎ হযরত 'হাফ্সা বিন্ত 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কে তাঁর এক ক্রীতদাসী যাদু করে। এমনকি সে এ ব্যাপারটি স্বীকার করে এবং যাদুর বস্তুটি উঠিয়ে ফেলে দেয়। এতদ্ কারণে হযরত 'হাফ্সা ক্রীতদাসীকে হত্যা করে। সংবাদটি হযরত 'উসমান ﷺ এর নিকট পৌঁছুলে তিনি রাগান্বিত হন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর তাঁকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি এ ব্যাপারে চুপ হয়ে যান তথা তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ হযরত 'উসমান ﷺ এর অনুমতি না নিয়ে ক্রীতদাসীকে হত্যা করার কারণেই তিনি রাগান্বিত হন।

অনুরূপভাবে হযরত 'উমর ﷺ ও তাঁর খিলাফতকালে সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন।

হযরত বাজালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ أَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَ سَاحِرَةٍ ، قَالَ الرَّاوِيْ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩০৪৩ বায়হাকী : ৮/১৩৬ ইব্নু আবী শাইবাহ্, হাদীস ২৮৯৮২, ৩২৬৫২ আব্দুর রায্যাক, হাদীস ৯৯৭২ আহ্মাদ্, হাদীস ১৬৫৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৮৬০, ৮৬১)

অর্থাৎ হযরত 'উমর ﷺ নিজ খিলাফতকালে এ আদেশ জারি করে চিঠি পাঠান যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর আমরা তিনজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করি।

হযরত 'উমর ﷺ এর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোন বিরোধিতা দেখাননি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে বলে প্রমাণ করে।

যাদুকর কখনো সফলকাম হতে পারেনা। দুনিয়াতেও নয়। আখিরাতেও নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾

(ত্বা-হা : ৬৯)

অর্থাৎ যাদুকর কোথাও সফলকাম হতে পারেনা।

যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসাঃ

যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা দু' ধরনেরঃ

১. যাদুগ্রস্ত হওয়ার আগে। তা হচ্ছে রক্ষামূলক। আর তা হবে শরীয়ত সম্মত দো'আ ও যিকিরের মাধ্যমে। যেমনঃ সকাল-সন্ধ্যা ও প্রতি ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুর্সী এক বার এবং সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস তিন তিন বার পাঠ করা। প্রতি রাতে শোয়ার সময় সূরা বাক্বারাহ্'র শেষ দু' আয়াত পাঠ করা এবং বেশি বেশি আল্লাহ্'র যিকির ও নিম্নোক্ত দো'আ দু'টো পাঠ করা।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الأَرْضِ وَ لاَ فِيْ السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

২. যাদুগ্রস্ত হওয়ার পর। আর তা হচ্ছে, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ রোগ উপশমের জন্য সবিনয়ে আকুতি জানাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ শরীয়ত সম্মত দো'আ ও যিকিরের আশ্রয় নিতে হবে। আর তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

সূরা ফাতিহা, কা'ফিরূন্, ইখ্লাস্, ফালাক্ব, নাস্ ও আয়াতুল্ কুর্সী পাঠ করবে।

নিম্নোক্ত যাদুর আয়াত সমূহ পাঠ করবে।

﴿ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ، فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ ، وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ، قَالُوْا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، رَبِّ مُوْسَى وَ هَارُوْنَ ﴾

(আ'রাফ : ১১৭-১২২)

﴿ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ ، فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوْسَى أَلْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ، فَلَمَّا أَلْقَوْا ؛ قَالَ مُوْسَى : مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ، إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ ، إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ، وَ يُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾

(ইউনুস্ : ৭৯-৮২)

﴿ قَالُوْا يَا مُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ، قَالَ بَلْ أَلْقُوْا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ، فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوْسَى ، قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى ، وَ أَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ، إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ ، وَ لاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾

(ত্বা-হা : ৬৫-৬৯)

﴿ قَالُوْا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ ابْعَثْ فِيْ الْمَدآئِنِ حَاشِرِيْنَ ، يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ، فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوْمٍ ، وَ قِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُوْنَ ، لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ ، فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ ، قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ، قَالَ لَهُمْ مُوْسَى أَلْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ ، فَأَلْقَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ، قَالُوْا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾

(শু'আরা : ৩৬-৪৭)

নিম্নোক্ত শিফার আয়াত ও দো'আ সমূহ পাঠ করবে।

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِمَا فِيْ الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

(ইউনুস্ : ৫৭)

﴿ وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقَالُوْا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ، أَأَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ ، قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَ شِفَآءٌ ، وَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ فِيْ آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ، أُوْلآئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴾

(হা-মীম আস্‌সাজ্‌দাহ্ : ৪৪)

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ ، وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ ، اللهُ يَشْفِيْكَ ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

যাদুর সর্বোত্তম চিকিৎসা পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, যাদু কর্মটি কোথায় বা কি দিয়ে করা হয়েছে তা ভালোভাবে জেনে সে বস্তুটি সমূলে বিনষ্ট করে দেয়া।

অপর দিকে যাদুর চিকিৎসা যাদু দিয়ে করা যা আরবী ভাষায় নুশ্‌রাহ্ নামে পরিচিত তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারণ, তা শয়তানের কাজ।

হযরত জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ কে নুশ্‌রাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ

هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৬৮ আহ্‌মাদ্ : ৩/২৯৪ আব্দুর রায্‌যাক্ব : ১১/১৩)

অর্থাৎ তা (নুশ্‌রাহ্) শয়তানি কর্ম সমূহের অন্যতম।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যাদুকরের নিকট যাওয়াই হারাম। বরং তা কুফরিও বটে। চাই তা চিকিৎসা গ্রহণের জন্যই হোক অথবা যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক না কেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ سَاحِراً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

(ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১০ হাদীস ১০০০৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণক বা যাদুকরের নিকট গেলো এবং তার কথা বিশ্বাস করলো তৎক্ষণাৎ সে কাফির হয়ে গেলো।

হযরত 'ইম্‌রান বিন্ 'হুসাইন ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ

(বায্‌যার : ৩০৪৩, ৩০৪৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কর্ম যাত্রার অশুভতা নির্ণয় করে অথবা যার জন্য তা করা হয় এবং যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা যার জন্য তা করা হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য তা করা হয় এ সকল ব্যক্তি আমার উম্মত নয়।

৬. গণনার শির্কঃ

গণনার শির্ক বলতে যে কোন পন্থায় বা যে কোন বিষয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝানো হয়।

এর মূল হচ্ছে ঐশী বাণী চুরি। অর্থাৎ জিনরা কখনো কখনো ফিরিশ্‌তাদের কথা চুরি করে গণকদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর গণকরা এর সাথে আরো শত শত মিথ্যা কথা জুড়িয়ে মানুষকে বলে বেড়ায়। তাই তাদের কথা কখনো কখনো সত্য প্রমাণিত হয়।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِشَيْءٍ ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّيْءِ يَكُوْنُ حَقًّا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ ، فَيُقَرْقِرُهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ ، فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهِ أَكْثَرَ

مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৬২, ৬২১৩, ৭৫৬১ মুসলিম, হাদীস ২২২৮ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২৫৮ আব্দুর রায্যাক, হাদীস ২০৩৪৭ বায়হাক্বী : ৮/১৩৮ আহ্মাদ্ : ৬/৮৭)

অর্থাৎ সাহাবারা নবী ﷺ কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ তারা কিছুই নয়। তখন সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা কখনো কখনো সত্য কথা বলে থাকে। তখন তিনি বললেনঃ সে সত্য কথাটি ঐশী বাণী। জিনরা ফিরিশ্তাদের মুখ থেকে তা ছোঁ মেরে নিয়ে মুরগির করকর ধ্বনির ন্যায় তাদের ভক্তদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর তারা এর সাথে আরো শত শত মিথ্যা কথা জুড়িয়ে দেয়।

গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা দু'টি কারণেই শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

১. এগুলো করতে গেলে জিনদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য তাদের নামে মানত বা কোরবানি দিতে হয় কিংবা যে কোন ভাবে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়। যা শির্কের অন্তর্গত।

২. গণকরা ইল্মুল্ গায়েবের দাবি করে থাকে। তাও একটি মারাত্মক শির্ক বৈ কি?

গণকের নিকট যাওয়াই শরীয়ত বিরোধী তথা হারাম কাজ। বরং কুফরিও বটে।

হযরত মু'আবিয়া বিন্ 'হাকাম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَ قَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ ، قَالَ: فَلاَ تَأْتِهِمْ

(মুসলিম, হাদীস ৫৩৭ আবু দাউদ, হাদীস ৯৩০, ৩৯০৯ ইব্নু হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ২২৪৪, ২২৪৫ নাসায়ী : ৩/১৪-১৬ বায়হাক্বী : ২/২৪৯-২৫০ ইব্নু আবী শাইবাহ্ : ৮/৩৩ আহ্মাদ্ : ৫/৪৪৭)

অর্থাৎ আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! বেশি দিন হয়নি আমি বরবর ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুসলমান হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আর এ দিকে আমাদের অনেকেই গণকদের নিকট আসা যাওয়া করে। তাদের নিকট যেতে কোন অসুবিধে আছে কি? তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তাদের নিকট কখনো যেওনা।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ سَاحِراً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

(ত্বাবারানী/কাবীর খণ্ড ১০ হাদীস ১০০০৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণক বা যাদুকরের নিকট গেলো এবং তার কথা বিশ্বাস করলো তখনই সে মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ বিধান তথা কুর'আন মাজীদকে অস্বীকার করলো অর্থাৎ কাফির হয়ে গেলো।

হযরত 'ইম্রান বিন্ 'হুসাইন ও হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ

(বায্যার, হাদীস ৩০৪৩, ৩০৪৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কর্ম যাত্রার অশুভতা নির্ণয় করে অথবা যার জন্য তা করা হয় এবং যে ব্যক্তি আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা যার জন্য তা করা হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য তা করা হয় এ সকল ব্যক্তি আমার উম্মত নয়।

গণককে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে জিজ্ঞাসাকারীর চল্লিশ দিনের নামায বিনষ্ট হয়ে যায়।

হযরত 'হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

(মুসলিম, হাদীস ২২৩০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গেলো এবং তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলো তাতে করে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবেনা।

অপর দিকে গণকের কথা বিশ্বাস করলে বিশ্বাসকারী সাথে সাথে কাফির হয়ে যায়।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَتَى حَائِضاً ، أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

(তিরমিযী, হাদীস ১৩৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯০৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৬৪৪ ত্বাহাওয়ী/মুশ্কিলুল্ আ-সার, হাদীস ৬১৩০ ইবনুল্ জারূদ/মুন্তাক্বা, হাদীস ১০৭ বায়হাক্বী : ৭/১৯৮ আহ্মাদ্ : ২/৪০৮, ৪৭৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করলো অথবা কোন মহিলার মলদ্বার ব্যবহার করলো অথবা কোন গণকের নিকট গেলো এবং তার কথা বিশ্বাস করলো তখনই সে মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ বিধান তথা কুর'আন মাজীদকে অস্বীকার করলো অর্থাৎ কাফির হয়ে গেলো।

৭. জ্যোতিষীর শির্কঃ

জ্যোতিষীর শির্ক বলতে রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে ভূমণ্ডলে ঘটিতব্য ঘটনাঘটন সমূহের আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করাকে বুঝানো হয়। যেমনঃ আকাশের কোন লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টি, বন্যা, শীত, গরম, মহামারী ইত্যাদির আগাম সংবাদ দেয়া।

সর্ব সাকুল্য দু'টি কারণেই জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপঃ

১. জ্যোতিষীরা এ কথা দাবি করে থাকে যে, নক্ষত্রাদি স্বেচ্ছা স্বয়ংক্রিয়। যে কোন অঘটন এদেরই প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জাতীয় ধারণা সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি। কারণ, এটি হচ্ছে এক আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য আরেকটি কর্তৃত্বশীল সৃষ্টিকর্তা মানার শামিল।

২. গ্রহ-নক্ষত্রাদির কক্ষপথ পরিভ্রমণ, সম্মিলন বা বিক্ষিপ্ত অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে কোন অঘটন প্রমাণ করা। এটিও একটি হারাম কাজ। কারণ, তা ইল্মুল্ গায়েবের দাবি বৈ কি? তেমনিভাবে তা যাদুরও অন্তর্গত।

হযরত আবু মিহ্জান্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ ثَلاَثاً: حَيْفَ الأَئِمَّة وَ إِيْمَاناً بِالنُّجُوْمِ وَ تَكْذِيْباً بِالْقَدْرِ

(ইব্নু 'আব্দিল্ বার্ /জা-মি'উ বায়ানিল্ 'ইল্মি ওয়া ফায্লিহি : ২/৩৯)

অর্থাৎ আমি আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মতের উপর তিনটি বস্তুর আশঙ্কা করছি। নেতৃস্থানীয়দের যুলুম-অত্যাচার, রাশি-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস ও তাক্বদীরে (ভাগ্যে) অবিশ্বাস।

হযরত আনাস্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ بَعْدِيْ خَصْلَتَيْنِ: تَكْذِيْباً بِالْقَدْرِ وَ إِيْمَاناً بِالنُّجُوْمِ

(আবু ইয়া'লা, হাদীস ১০২৩ ইব্নু 'আদি'/কা-মিল: ৪/৩৪)

অর্থাৎ আমি আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মতের উপর দু'টি চরিত্রের আশঙ্কা করছি। রাশি-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস ও তাক্বদীরে (ভাগ্যে) অবিশ্বাস।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُوْمِ ؛ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ؛ زَادَ مَا زَادَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩৯০৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৭৯৪ আহ্মাদ্ : ১/৩১১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাশি-নক্ষত্রের জ্ঞান শিখলো সে যেন যাদুর কোন একটি বিভাগ শিখে নিলো। সুতরাং যত বেশি সে রাশি-নক্ষত্রের জ্ঞান শিখলো তত বেশি সে যাদু শিখলো।

আল্লাহ্ তা'আলা এ গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যা নিম্নরূপঃ

১. আকাশের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য।

২. তা নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়ানোর জন্য। যাতে তারা যে কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত মূলক বাণী চুরি করে শুনতে না পায়।

৩. দিক নির্ণয় তথা পথ নির্ধারণের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنَاهَا رُجُوْماً لِلشَّيَاطِيْنَ ﴾

(মুল্ক : ৫)

অর্থাৎ আমি দুনিয়ার আকাশকে সুশোভিত করেছি গ্রহ-নক্ষত্র দিয়ে এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ﴾

(আন'আম : ৯৭)

অর্থাৎ আর তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজিকে যেন তোমরা এগুলোর মাধ্যমে জল ও স্থলের অন্ধকারে সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴾

(না'হ্ল : ১৬)

অর্থাৎ আর ওরা নক্ষত্রের সাহায্যে পথের সন্ধান পায়।

তেমনিভাবে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের সহযোগিতায় কিবলার দিক নির্ণয়, নামাযের সময় সূচী নির্ধারণ ও ষড় ঋতুর জ্ঞানার্জনে কোন অসুবিধে নেই। তবে তাই বলে এ গুলোর সহযোগিতায় ইল্মুল্ গায়েবের অনুসন্ধান বা দাবি করা কখনোই জায়িয হবেনা।

৮. চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্র অথবা অন্য কোন নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসের শির্কঃ

চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্র অথবা অন্য কোন নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসের শির্ক বলতে প্রতি তেরো রাত পর পর চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্রের পরিবর্তন বা অন্য কোন নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস করাকে বুঝানো হয়।

আরবী ভাষায় প্রতি তেরো রাত পর পর চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্রের পরিবর্তন বা অন্য কোন নক্ষত্রের উদয়কে "নাউ'" বলা হয়।

জাহিলী যুগে আরবরা এ কথা বিশ্বাস করতো যে, প্রতি তেরো রাত পর পর চন্দ্রের অবস্থানক্ষেত্রের পরিবর্তন বা অন্য কোন নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণেই বৃষ্টি হয়ে থাকে। রাসূল ﷺ এ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে নস্যাৎ করেন।

হযরত আবু মালিক আশ্'আরী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لاَ يَتْرُكُوْنَهُنَّ: الْفَخْرُ فِيْ الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِيْ الأَنْسَابِ ، وَ الاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ ، وَ النِّيَاحَةُ

(মুসলিম, হাদীস ৯৩৪ 'হা-কিম : ১/৩৮৩ ত্বাবারানি/কাবীর, হাদীস ৩৪২৫, ৩৪২৬ বায়হাক্বী : ৪/৬৩ বাগাওয়ী, হাদীস ১৫৩৩ ইব্নু আবী শাইবাহ্ : ৩/৩৯০ আহ্মাদ্ : ৫/৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪ 'আব্দুর রায্যাক : ৩/৬৬৮৬)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মাঝে জাহিলী যুগের চারটি কাজ চালু থাকবে। তারা তা কখনোই ছাড়বে না। বংশ নিয়ে গৌরব, অন্যের বংশে আঘাত, কোন কোন

নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস এবং বিলাপ।

হযরত জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে এ হাদীসটি বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ ثَلاَثاً: اسْتِسْقَاءً بِالنُّجُوْمِ ، وَ حَيْفَ السُّلْطَانِ ، وَ تَكْذِيْباً بِالْقَدَرِ

(আহমাদ্ : ৫/৮৯-৯০ ইব্নু আবী 'আসিম্, হাদীস ৩২৪ ত্বাবারানি/কাবীর : ২/১৮৫৩)

অর্থাৎ আমি আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মতের উপর তিনটি বস্তুর আশঙ্কা করছি। রাশি-নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস, নেতৃস্থানীয়দের যুলুম-অত্যাচার ও তাক্বদীরে (ভাগ্যে) অবিশ্বাস।

নবী যুগের কাফির ও মুশ্রিকরা এ কথায় বিশ্বাস করতো যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টি দিয়ে থাকেন। তবে তারা উপরন্তু এও বিশ্বাস করতো যে, রাশি-নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণেই এ বৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এটিই হচ্ছে ছোট শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ ﴾

(আন্কাবূত : ৬৩)

অর্থাৎ আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেছেন কে? যা কর্তৃক তিনি পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করেছেন নির্জীবতার পর। তারা অবশ্যই বলবেঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। আপনি বলুনঃ সুতরাং সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই। তবে ওদের অধিকাংশই এটা বুঝে না।

হযরত যায়েদ বিন্ খালিদ জুহানী ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟

قَالُوْا: اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ وَ كَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَ أَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

(বুখারী, হাদীস ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩ মুসলিম, হাদীস ৭১ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯০৬ ইব্নু হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ৬০৯৯ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬ বাগাওয়ী, হাদীস ১১৬৯ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ৫১২৩, ৫১২৪, ৫১২৫, ৫১২৬ 'হুমাইদী, হাদীস ৮১৩ মা-লিক : ১/১৯২ আব্দুর রায্যাক : ১১/২১০০৩ আহ্মাদ : ৪/১১৭)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে 'হুদাইবিয়া নামক এলাকায় ফজরের নামায আদায় করলেন। ইতিপূর্বে সে রাত্রিতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিলো। নামায শেষে রাসূল ﷺ মুসল্লিদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমরা জানো কি? তোমাদের প্রভু কি বলেছেন। সাহাবারা বললেনঃ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল এ ব্যাপারে ভালোই জানেন। রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সকাল পর্যন্ত আমার বান্দাহ্রা মু'মিন ও কাফির তথা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। যারা বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী হলো। আর যারা বললোঃ গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্তের কারণেই বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার উপর অবিশ্বাসী হলো এবং গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো।

আর যারা এ বিশ্বাস করে যে, গ্রহ-নক্ষত্রের স্বকীয় প্রভাবেই বৃষ্টি হয়ে থাকে তারা কাফির।

বৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এতে অন্য কারোর সামান্যটুকু ইচ্ছারও কোন প্রভাব নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴾

(ওয়াকি'আহ্ : ৬৮, ৬৯)

অর্থাৎ তোমরা সর্বদা যে পানি পান করে থাকো সে সম্পর্কে কখনো চিন্তা করে দেখেছো কি? তোমরাই কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আনো না আমিই তা বর্ষণ করে থাকি।

৯. আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শির্‌কঃ

আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শির্‌ক বলতে যে কোন নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দান বা অনুগ্রহ বলে স্বীকার না করে তা নিজ বা অন্য কারোর কৃতিত্বের সুফল অথবা নিজ মেধা বা যোগ্যতার পাওনা বলে দাবি করাকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾

(নাহ্ল : ৮৩)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ সম্পর্কে জেনেও তা অস্বীকার করে। আসলে তাদের অধিকাংশই কাফির।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَا بِكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾

(নাহ্ল : ৫৩)

অর্থাৎ তোমরা যে সব নিয়ামত ভোগ করছো তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে।

বর্তমান যুগের সকল কল্যাণকে একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ না বলে আধুনিক প্রযুক্তির সুফল বলাও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শামিল তথা শির্‌ক।

তেমনিভাবে কোন সম্পদকে আল্লাহ্ প্রদত্ত না বলে বাপ-দাদার মিরাসি সম্পত্তি বলে দাবি করা এবং এমন বলা যে, অমুক না হলে এমন হতো না, আবহাওয়া ভালো এবং মাঝি পাকা হওয়ার দরুন বাঁচা গেলো। নচেৎ নৌকো

ডুবে যেতো, পীর-বুযুর্গের নেক নজর থাকার দরুন বাঁচা গেলো। নচেৎ মরতে হতো বলাও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত অস্বীকার করার শামিল তথা শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِيْ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه ، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً ﴾

(ইস্রা/বানী ইস্রাঈল : ৬৬)

অর্থাৎ তোমাদের প্রভু তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন। যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তথা রিয্ক অনুসন্ধান করতে পারো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামত অস্বীকারকারী পূর্বেকার এক সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْد ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هَذَا لِيْ ، وَ مَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً، وَ لَئِنْ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيْ إِنَّ لِيْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى ، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ، وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴾

(ফুস্সিলাত/হা-মীম আস্সাজ্দাহ্ : ৫০)

অর্থাৎ আমি যদি মানুষকে অনেক দুঃখ-কষ্টের পর অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে নিশ্চিতভাবেই বলবেঃ এটা আমারই প্রাপ্য (আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ নয়) এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমি ঘটনাচক্রে আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তখন তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে আস্বাদন করাবো কঠোর শাস্তি।

কারূন যখন আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া ধন-ভাণ্ডারকে তাঁর একান্ত অনুগ্রহ বলে স্বীকার না করে বরং তার নিজ মেধার প্রাপ্য বলে দাবি করেছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيْ ... فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأَرْضَ ، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾

(কাসাস্ : ৭৮, ৮১)

অর্থাৎ কারূন বললোঃ নিশ্চয়ই আমাকে এ সম্পদ দেয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের প্রাপ্তি হিসেবে। ... অতঃপর আমি কারূন ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিলাম। তখন তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিলোনা যারা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করতে পারতো এবং সে নিজেও তার আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈলের কয়েকজন ব্যক্তিকে অঢেল সম্পদ দিয়ে পুনরায় তাদেরকে ফিরিশ্তার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তাদের অধিকাংশই তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ নয় বলে তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করতঃ তা তাদের বাপ-দাদার সম্পদ বলে দাবি করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেন। আর যারা তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ বলে স্বীকার করলো তাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

إِنَّ ثَلاَثَةً فِيْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ: أَبْرَصَ وَ أَقْرَعَ وَ أَعْمَى ، أَرَادَ اللهُ أَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً ، فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَ جِلْدٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبَ عَنِّيْ الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِيْ النَّاسُ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ

قَذَرُهُ وَ أُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً وَ جِلْداً حَسَناً ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ ، أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ –شَكَّ إِسْحَاقُ– إِلاَّ أَنَّ الأَبْرَصَ أَوِ الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبِلُ وَ قَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ ، قَالَ: فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَآءَ ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا، قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبَ عَنِّيْ هَذَا الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِيْ النَّاسُ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ أُعْطِيَ شَعْراً حَسَناً ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا ، قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِداً ، فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَ وَلَّدَ هَذَا ، قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ وَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ ، فَلاَ بَلاَغَ لِيْ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَ الْجِلْدَ الْحَسَنَ وَ الْمَالَ بَعِيْراً أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ: الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّيْ أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيْراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، قَالَ: وَ أَتَى الأَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا ، وَ رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَ أَتَى الأَعْمَى فِيْ صُوْرَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَ ابْنُ سَبِيْلٍ ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ ، فَلاَ بَلاَغَ لِيْ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ ، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَ دَعْ مَا شِئْتَ ، فَوَاللهِ لاَ

أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئاً أَخَذْتَهُ لِلَّه ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَ سَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

(বুখারী, হাদীস ৩৪৬৪, ৬৬৫৩ মুসলিম, হাদীস ২৯৬৪)

অর্থাৎ বনী ইস্‌রাঈলের তিন ব্যক্তি শ্বেতী রোগী, টাক মাথা ও অন্ধের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক ফিরিশ্‌তা পাঠিয়েছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। ফিরিশ্‌তাটি শ্বেতী রোগীর নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া এবং আমার এ রোগটি যেন ভালো হয়ে যায়। যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্‌তাটি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তার কদর্যতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে সুন্দর রং ও মনোরম চামড়া দেয়া হয়। আবারো ফিরিশ্‌তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ উট অথবা গরু। শ্বেতি রোগী অথবা টাক মাথার যে কোন এক জন উট চেয়েছে আর অন্য জন গাভী। বর্ণনাকারী ইস্‌হাক এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছে। যা হোক তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উষ্ট্রী দেয়া হলো এবং ফিরিশ্‌তাটি তার জন্য দো'আ করলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ উষ্ট্রীর মধ্যে বরকত দিক!

এরপর ফিরিশ্‌তাটি টাক মাথা লোকটির নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে সুন্দর চুল এবং আমার এ রোগটি যেন ভালো হয়ে যায়। যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্‌তাটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে তার কদর্যতা দূর হয়ে যায় এবং তাকে সুন্দর চুল দেয়া হয়। আবারো ফিরিশ্‌তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ গাভী। অতএব তাকে গর্ভবতী একটি গাভী দেয়া হলো এবং ফিরিশ্‌তাটি তার জন্য দো'আ করলেনঃ আল্লাহ্

তা'আলা তোমার এ গাভীর মধ্যে বরকত দিক!

এরপর ফিরিশ্তাটি অন্ধ লোকটির নিকট এসে বললেনঃ তোমার নিকট কোন্ বস্তুটি অধিক পছন্দনীয়? সে বললোঃ আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমার চক্ষুটি ফিরিয়ে দেয়। যাতে আমি মানুষ জন দেখতে পাই। তৎক্ষণাৎ ফিরিশ্তাটি তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার চক্ষুটি ফিরিয়ে দেন। আবারো ফিরিশ্তাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়? উত্তরে সে বললোঃ ছাগল। অতএব তাকে গর্ভবতী একটি ছাগী দেয়া হলো। অতঃপর প্রত্যেকের উষ্ট্রী, গাভী ও ছাগী বাচ্চা দিতে থাকে। এতে করে কিছু দিনের মধ্যেই প্রত্যেকের উট, গরু ও ছাগলে এক এক উপত্যকা ভরে যায়।

আরো কিছু দিন পর ফিরিশ্তাটি শ্বেতী রোগীর নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি এক জন গরিব মানুষ। আমার পথ খরচা একেবারেই শেষ। এখন এক আল্লাহ্ অতঃপর তুমি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট একটি উট চাচ্ছি যিনি তোমাকে সুন্দর রং, মনোরম চামড়া ও সম্পদ দিয়েছেন যাতে আমার পথ চলা সহজ হয়ে যায়। উত্তরে সে বললোঃ দায়িত্ব অনেক বেশি। তোমাকে কিছু দেয়া এখন আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ফিরিশ্তাটি তাকে বললেনঃ তোমাকে চেনা চেনা মনে হয়। তুমি কি শ্বেতী রোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করতো। তুমি কি দরিদ্র ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন। সে বললোঃ না, আমি কখনো গরিব ছিলাম না। এ সম্পদগুলো আমি বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। অতঃপর ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাটি টাক মাথার নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে তার

সঙ্গে সে জাতীয় কথাই বললেন যা বলেছেন শ্বেতী রোগীর সঙ্গে এবং সেও সে উত্তর দিলো যা দিয়েছে শ্বেতী রোগী। অতঃপর ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তবে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

তেমনিভাবে ফিরিশ্তাটি অন্ধের নিকট পূর্ব বেশে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আমি দরিদ্র মুসাফির মানুষ। আমার পথ খরচা একেবারেই শেষ। এখন এক আল্লাহ্ অতঃপর তুমি ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাই আমি আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমার নিকট একটি ছাগল চাচ্ছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন যাতে আমার পথ চলা সহজ হয়ে যায়। উত্তরে সে বললোঃ আমি নিশ্চয়ই অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার চক্ষু ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমার যা ইচ্ছা নিয়ে যাও এবং যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছিঃ আজ আমি তোমাকে বারণ করবো না যাই তুমি আল্লাহ্'র জন্য নিবে। ফিরিশ্তাটি বললেনঃ তোমার সম্পদ তুমিই রেখে দাও। তোমাদেরকে শুধু পরীক্ষাই করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সাথীদ্বয়ের উপর হয়েছেন অসন্তুষ্ট।

উক্ত হাদীসে প্রথমোক্ত ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ অস্বীকার ও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর দেয়া নিয়ামত তিনি তাদের থেকে ছিনিয়ে নেন। অন্য দিকে অপর জন তাঁর নিয়ামত স্বীকার করেন এবং তাতে তাঁর অধিকার আদায় করেন বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হন এবং তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

অতএব নিয়ামতের শুকর আদায় করা অপরিহার্য। নিয়ামতের শুকর বলতে বিনয় ও ভালোবাসার সঙ্গে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করাকেই বুঝানো হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিয়ামত সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয় সে নিয়ামতের শুকর আদায় করেনি। আর যে নিয়ামত সম্পর্কে অবগত তবে নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত নয় সেও নিয়ামতের শুকর আদায় করেনি। আর যে ব্যক্তি নিয়ামত ও নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত তবে সে তা স্বীকার করে না সেও নিয়ামতের শুকর আদায় করেনি। আর যে ব্যক্তি নিয়ামত ও নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত এমনকি সে তা স্বীকারও করে কিন্তু তা বিনয় ও ভালোবাসা নিয়ে নয় তা হলে সেও নিয়ামতের শুকর আদায় করেনি। আর যে ব্যক্তি নিয়ামত ও নিয়ামতদাতা সম্পর্কে অবগত এমনকি সে তা বিনয় ও ভালোবাসার সঙ্গে স্বীকারও করে এবং সে তা নিয়ামতদাতার আনুগত্যেই খরচ করে তা হলে সে সত্যিকারার্থেই নিয়ামতের শুকর আদায়কারী।

১০. কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শনে বা উহার বিশেষ আচরণে কোন অমঙ্গল রয়েছে বলে বিশ্বাস করার শির্কঃ

কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শনে বা উহার বিশেষ আচরণে কোন অমঙ্গল রয়েছে বলে বিশ্বাস করার শির্ক বলতে যাত্রা লগ্নে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর বিশ্রী রূপদর্শন অথবা এ গুলোর কোনরূপ আচরণ এমনকি কোন শব্দ বা ধ্বনির শ্রবণ অথবা কোন জায়গায় অবতরণ কারোর জন্য কোন অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে বিশ্বাস করাকে বুঝানো হয়।

এ জাতীয় কুলক্ষণবোধ ব্যাধি আজকের নতুন নয়। বরং তা অনেক পুরাতন যুগেরই বটে। তখন মানুষ নবী ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অলক্ষুনে ভাবতো।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ﷷ ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هَذِه ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ ، أَلاَ إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ ، وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ﴾

(আ'রাফ্ : ১৩১)

অর্থাৎ যখন তাদের কোন সুখ-শান্তি বা কল্যাণ সাধিত হতো তখন তারা বলতোঃ এটি আমাদেরই প্রাপ্য। আর যখন তাদের কোন দুঃখ-দুর্দশা বা বিপদ-আপদ ঘটতো তখন তারা বলতোঃ এটি মূসা عليه السلام ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কারণেই ঘটেছে। তাদের জানা উচিত যে, তাদের সকল অকল্যাণও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ কথা জানেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা সা'লিহ্ عليه السلام ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ قَالُوْا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَّعَكَ ، قَالَ طَآئِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴾

(নাম্ল : ৪৭)

অর্থাৎ তারা বললোঃ আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকেই সকল অকল্যাণের মূল মনে করছি। সা'লিহ্ عليه السلام বললেনঃ তোমাদের সকল কল্যাণাকল্যাণ আল্লাহ্'র হাতে। মূলতঃ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এক মফস্বল এলাকার অধিবাসী ও তাদের রাসূল সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ قَالُوْا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ، لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ، أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُوْنَ ﴾

(ইয়াসীন : ১৮)

অর্থাৎ তারা বললোঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ বলেই মনে করি। যদি তোমরা নিজ তৎপরতা বন্ধ না করো তাহলে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবশ্যই নিপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাসূলগণ বললেনঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই কারণে। তোমরা কি মূর্খতার কারণে এটাই মনে করো যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই অমঙ্গল নেমে আসছে। বরং তোমরা একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُوْلُوْا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ، قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، فَمَا لِهَؤُلَآءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثاً ﴾

(নিসা' : ৭৮)

অর্থাৎ তাদের উপর যখন কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তখন তারা বলেঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। আর যখন তাদের প্রতি কোন অকল্যাণ নিপতিত হয় তখন তারা বলেঃ এটা আপনারই পক্ষ থেকে তথা আপনারই কারণে। আপনি বলে দিনঃ সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। এদের কি হলো যে, তারা কোন কথাই বুঝতে চায় না।

সকল মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর বিশ্রী রূপদর্শন বা আচরণে এমন কোন অকল্যাণ নিহিত নেই যার অমূলক আশঙ্কা করা যেতে পারে। বরং সকল কল্যাণকে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ এবং পুণ্যের ফল হিসেবে স্বীকার করতে হবে। আর সকল অকল্যাণকে আল্লাহ্ তা'আলার ইনসাফ ও নিজ গুনাহ্'র শাস্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ ، وَ مَآ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾

(নিসা' : ৭৯)

অর্থাৎ তোমার যদি কোন কল্যাণ সাধিত হয় তাহলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি তোমার কোন অকল্যাণ সাধিত হয় তাহলে তা একমাত্র তোমার কর্ম দোষেই হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ وَ لاَ هَامَةَ وَ لاَ صَفَرَ وَ لاَ نَوْءَ وَ لاَ غُوْلَ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُوْنُ فِيْ الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ، فَيَجِـيْءُ الْبَعِيْـرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيْهَا ، فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا ، قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟

(বুখারী, হাদীস ৫৭০৭, ৫৭১৭, ৫৭৭০, ৫৭৭৩ মুসলিম, হাদীস ২২২০, ২২২২ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৩, ৩৯১৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৫০৫, ৩৫০৬ আহ্মাদ : ২/২৬৭, ৩৯৭ আব্দুর রায্যাক : ১০/৪০৪ ত্বাহাওয়ী/মুশ্কিলুল্ আসা-র, হাদীস ২৮৯১)

অর্থাৎ ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। হুতোম পেঁচা, সফর মাস, রাশি-নক্ষত্র অথবা পথ ভুলানো ভূত কারোর কোন ক্ষতি করতে পারে না। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! কখনো এমন হয় যে, মরুভূমির মধ্যে শায়িত কিছু উট। দেখতে যেমন হরিণ। অতঃপর দেখা যাচ্ছে, চর্ম রোগী একটি উট এসে এগুলোর সাথে মিশে গেলো। তাতে করে সবগুলো উট চর্ম রোগী হয়ে গেলো। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ বলো তোঃ প্রথমটির চর্ম রোগ কোথা থেকে এসেছে?

হযরত উম্মে কুর্য (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

أَقِرُّوْا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّكُمْ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৮৩৫ মুস্তাদ্রাক্ : ৪/২৩৭)

অর্থাৎ তোমরা পাখীগুলোকে নিজ স্থানে থাকতে দাও। ওদেরকে তাড়িয়ে কুলক্ষণ নির্ধারণ করার কোন মানে হয় না। কারণ, ওগুলো তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

"তাত্বাইয়ুর" তথা কুলক্ষণবোধ ব্যাধি শির্ক এ জন্য যে, কেননা তাতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকে ক্ষতিসাধক হিসেবে মেনে নেয়া হয়। অথচ সকল কল্যাণাকল্যাণের মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি ভিন্ন অন্য

কেউ নয়। অন্যদিকে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে বান্দাহ্'র সুগভীর সম্পর্ক কায়েম করার শামিল এবং তা তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্ নির্ভরশীলতা বিরোধীও বটে। এমনকি এ বিশ্বাসের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে প্রচুর ভয়েরও উদ্রেক ঘটে। বস্তুতঃ তা শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ –ثَلَاثًا– وَ مَا مِنَّا إِلاَّ ... وَ لَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

(বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ৯০৯ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১০ তিরমিযী, হাদীস ১৬১৪ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৬০৪ ত্বাহাওয়ী/মুশ্কিলুল্ আসা-র, হাদীস ৭২৮, ১৭৪৭ ইব্নু হিব্বান/মাওয়ারিদ্, হাদীস ১৪২৭ হা-কিম : ১/১৭-১৮ বাগাওয়ী, হাদীস ৩২৫৭ বায়হাক্বী : ৮/১৩৯ ত্বায়ালিসী, হাদীস ৩৫৬ আহ্মাদ্ : ১/৩৮৯, ৪৩৮, ৪৪০)

অর্থাৎ কুলক্ষণবোধ নিরেট শির্ক। নবী ﷺ এ কথাটি তিন বার বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসঊদ ﵁ বলেনঃ আমাদের প্রত্যেকেই কিছুনা কিছু এ ব্যাধিতে ভোগে থাকেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর সত্যিকারের তাওয়াক্কুল থাকলে তা অতিসত্বর দূর হয়ে যায়।

আপনি যখন শরীয়ত সম্মত কোন কাজ করতে ইচ্ছে করবেন তখন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করেই শুরু করে দিন। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কুৎসিত রূপ দেখে অথবা কোন অরুচিকর বাক্য শুনে সে কাজ বন্ধ করে দিবেননা। যদি তা করেন তাহলে আপনি আপনার অজান্তেই শির্কে লিপ্ত হবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حاجَته فَقَدْ أَشْرَكَ ، قَالُوْا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ ، وَ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ ، وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

(আহ্মাদ্ : ২/২২০)

অর্থাৎ যাকে কুলক্ষণবোধ নিজ প্রয়োজন মেটানো থেকে বিরত রেখেছে বস্তুতঃ সে শির্ক করলো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেনঃ এর কাফ্ফারা কি হতে পারে? রাসূল ﷺ বললেনঃ তখন সে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আপনার কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই। তেমনিভাবে আপনার অকল্যাণ ছাড়া আর কোন অকল্যাণ নেই এবং আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই।

হযরত মু'আবিয়া বিন্ 'হাকাম্ সুলামী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ

وَ مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ ، قَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ ، فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ

(মুসলিম, হাদীস ৫৩৭)

অর্থাৎ আমাদের অনেকেই কোন না কোন কিছু দেখে বা শুনে কুলক্ষণ বোধ করেন। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এটি হচ্ছে মনের ওয়াস্ওয়াসা। অতএব তারা যেন এ কারণে কোন কাজ বন্ধ না করে।

তবে কোন ব্যক্তি কোন বস্তু বা ব্যক্তির বিশ্রী রূপ দেখে তার মধ্যে কোন অকল্যাণ রয়েছে বলে ধারণা করলে তার এ অমূলক ধারণার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তি সরূপ তার কোন ক্ষতি হতে পারে।

হযরত আনাস্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ طِيَرَةَ ، وَ الطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ ، وَ إِنْ يَكُ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ الدَّارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْمَرْأَةِ

(ইব্নু হিব্বান, হাদীস ৬০৯০)

অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে অলক্ষণ শাস্তি সরূপ ওর পক্ষে হতে পারে যে শরীয়ত বিরোধীভাবে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে

অলক্ষুনে ভাবলো। শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্যিকারার্থে যদি কোন বস্তুর মাঝে অকল্যাণ নিহিত থাকতো তা হলে ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া ও স্ত্রীমহিলাদের মধ্যে তা থাকা যুক্তিসঙ্গত ছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর একান্ত ইচ্ছায় কোন না কোন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে অকল্যাণ নিহিত রাখেন যা একান্তভাবেই তাঁরই ইচ্ছায় উহার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কিছু না কিছু ক্ষতিসাধন করতে পারে। এরপরও শুরু থেকেই সতর্কতামূলক পন্থায় সে ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হলে তা থেকে তিনি বান্দাহ্কে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি দিবেন ইন্শা আল্লাহ্। তারপরও কোন অকল্যাণ ঘটে গেলে তা তাক্বদীরে ছিলো বলে বিশ্বাস করতে হবে। এ কারণেই নবী ﷺ কেউ কোন নতুন বিবাহ করলে অথবা কোন নতুন গোলাম বা পশু খরিদ করলে তার মধ্যে নিহিত কল্যাণ প্রাপ্তি ও তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যে সে ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরণাপন্ন হতে আদেশ করেছেন।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً ، أَوِ اشْتَرَى خَادِماً ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ مِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَ إِذَا اشْتَرَى بَعِيْراً فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ ، وَ لْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ

(আবু দাউদ, হাদীস ২১৬০ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৯৪৫ হা-কিম : ২/১৮৫ বায়হাক্বী, হাদীস ৭/১৪৮)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ বিবাহ করলে অথবা নতুন গোলাম খরিদ করলে সে যেন বলেঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট এর ও এর মধ্যে নিহিত সকল কল্যাণ কামনা করি এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাই এর ও এর মধ্যে নিহিত

সকল অকল্যাণ থেকে। তেমনিভাবে কোন উট কিনলে উহার কুব্জ পৃষ্ঠশৃঙ্গ ধরে অনুরূপ বলবে।

তবে দীর্ঘ প্রয়োজনীয় কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি (ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া ও স্ত্রীমহিলা ইত্যাদি) বিরক্তি এসে গেলে তা প্রত্যাখ্যান বা বদলানো জায়িয। যাতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমানটুকু শির্কমুক্ত থাকে এবং শরীয়ত অসম্মত কুলক্ষণবোধের দরুন তার উপর শাস্তি সরূপ কোন অকল্যাণ আপতিত না হয়।

হযরত আনাস্ বিন্ মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِيْ دَارٍ كَثِيْرٌ فِيْهَا عَـدَدُنَا ، وَ كَثِيْـرٌ فِيْهَـا أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى ، فَقَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَا ، وَ قَلَّتْ فِيْهَا أَمْوَالُنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً

(আবু দাঊদ, হাদীস ৩৯২৪)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমরা ইতিপূর্বে একটি ঘরে বসবাস করতাম। তখন আমাদের জনসংখ্যা বেশি ছিলো এবং সম্পদও বেশি। অতঃপর আমরা আরেকটি ঘরে বসবাস শুরু করলাম। এখন আমাদের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং সম্পদও। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ এ ঘরটি ছেড়ে দাও। কারণ, তা নিন্দনীয়।

তবে কোন উত্তম ব্যক্তি বা বস্তু দেখে অথবা কোন ভালো কথা শুনে যে কোন কল্যাণের আশা করা বা সুলক্ষণ ভাবা শরীয়ত বিরোধী নয়। কারণ, এতে করে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভালো ধারণা জন্মে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলতা আরো বেড়ে যায়। এমনকি সে কল্যাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনার উদগ্র মানসিকতা তৈরি হয়। এ কারণেই রাসূল ﷺ কোন ভালো কথা বা শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করতেন এবং তা

তাঁর পছন্দনীয় অভ্যাসও ছিলো বটে।

হযরত আনাস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ ، وَ يُعْجِبُنِيَ الْفَأْلُ ، قَالُوْا: وَ مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৫৬, ৫৭৭৬ মুসলিম, হাদীস ২২২৪ তিরমিযী, হাদীস ১৬১৫ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১৬ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৩৬০৩ বায়হাক্বী: ৮/১৩৯ ত্বায়ালিসী, হাদীস ১৯৬১ আহ্মাদ্: ৩/১১৮, ১৩০, ১৭৩, ২৭৫ ২৭৬ ইব্নু আবী শাইবাহ্: ৯/৪১)

অর্থাৎ ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। তবে সুলক্ষণই আমার নিকট পছন্দনীয়। সাহাবারা বললেনঃ সুলক্ষণ বলতে কি বুঝানো হচ্ছে? তিনি বললেনঃ ভালো কোন শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করা।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ طِيَرَةَ ، وَ خَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قَالُوْا: وَ مَا الْفَأْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৫৪, ৫৭৫৫ মুসলিম, হাদীস ২২২৩)

অর্থাৎ কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। তবে সুলক্ষণই হচ্ছে সর্বোত্তম। সাহাবারা বললেনঃ সুলক্ষণ বলতে কি বুঝানো হচ্ছে? তিনি বললেনঃ ভালো কোন শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করা।

যাদের মধ্যে কুলক্ষণবোধ নামক ব্যাধি বলতে কিছুই নেই বরং তাদের মধ্যে রয়েছে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার উপর চরম নির্ভরশীলতা একমাত্র তারাই পরকালে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

فَقِيْلَ لِيْ: هَذِهِ أُمَّتُكَ ، وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ أَلْفاً يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ... قَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَرْقُوْنَ ، وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ ، وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৫২ মুসলিম, হাদীস ২২০)

অর্থাৎ অতঃপর আমাকে বলা হলোঃ এরা আপনার উম্মত। তাদের সাথে রয়েছে সত্তর হাজার মানুষ যারা বিনা শাস্তি ও বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ওরা যারা কখনো নিজেও ঝাঁড় ফুঁক করেনি এবং অন্যকে দিয়েও করায়নি। কোনভাবেই কখনো কোন কিছুকে অলক্ষুনে ভাবেনি। বরং তারা শুধুমাত্র নিজ প্রভুর উপর চরম নির্ভরশীল রয়েছে। অন্য কারোর উপর নয়।

১১. অসিলা ধরার শির্কঃ

অসিলা ধরার শির্ক বলতে যে কোন উদ্দেশ্য হাসিল অথবা যে কোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন না করে শরীয়ত অসম্মত কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করাকে বুঝানো হয়।

অসিলার প্রকারভেদঃ

শরীয়তের দৃষ্টিতে অসিলা দু' প্রকার। যা নিম্নরূপঃ

১. শরীয়ত সম্মত অসিলাঃ

শরীয়ত সম্মত অসিলা বলতে সে সকল বস্তুকে বুঝানো হয় যে গুলোকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। যে গুলো নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহ্ তা'আলার সকল নাম অথবা যে কোন বিশেষ নামের অসিলা ধরা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لِلَّهِ الأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا ، وَ ذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْـمَآئِهِ ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

(আ'রাফ : ১৮০)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো সুন্দর নাম রয়েছে যেগুলোকে মাধ্যম বানিয়ে তোমরা তাঁর নিকট দো'আ করতে পারো। তোমরা ওদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে যারা আল্লাহ্ তা'আলার নামকে বিকৃত করে। অতিসত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস'ঊদ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ এভাবে দো'আ করেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَ نُوْرَ صَدْرِيْ وَ جَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ

(আহ্মাদ্ : ১/৩৯১)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার বান্দাহ্ এবং আপনার বান্দাহ্ ও বান্দির সন্তান। আমার ভাগ্য আপনার হাতে। আমার ব্যাপারে আপনার আদেশ অবশ্যই কার্যকর এবং আপনার ফায়সালা আমার ব্যাপারে নিশ্চয়ই ইনসাফপূর্ণ। আপনার সকল নামের অসিলায় যা আপনি নিজের জন্য চয়ন করেছেন অথবা যা আপনি নিজ মাখলূকের কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা যা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন অথবা যা আপনি আপনার গায়েবী ইল্মে সংরক্ষণ করেছেন আপনার এ সকল নামের অসিলায় আমি আপনার

নিকট এ আবেদন করছি যে, আপনি কোর'আন মাজীদকে আমার অন্তরের সজীবতা, আমার বুকের নূর এবং আমার সকল চিন্তা ও ভাবনা দূরীকরণের সহায়ক বানাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কোন নামের অসিলা ধরার মানে, আপনি যে জাতীয় আবেদন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট করতে চান সে জাতীয় আল্লাহ্ তা'আলার কোন একটি গুণবাচক নামের অসিলা ধরবেন। যেমনঃ আপনার কোন অনুগ্রহের প্রয়োজন হলে আপনি বলবেনঃ

يَا رَحِيْمُ ارْحَمْنِيْ

অর্থাৎ হে দয়ালু! আপনি আমার উপর দয়া করুন।

হযরত আবু বকর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে নামাযের মধ্যে এ দো'আটি পড়ার আদেশ করেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً ، وَ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَ ارْحَمْنِيْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(বুখারী, হাদীস ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮ মুসলিম, হাদীস ২৭০৫)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর প্রচুর যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া আমার গুনাহ্ মাফ করার আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি নিজ দয়ায় আমার সকল গুনাহ্ মাফ করে দিন এবং আপনি আমার উপর দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

উক্ত দো'আর শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি গুণবাচক নাম তথা "গাফূর" ও "রাহীম" এর অসিলা ধরা হয়েছে।

খ. আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন গুণের অসিলা ধরাঃ

- সকল গুণের অসিলা ধরা। যেমনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِصِفَاتِكَ الْعُلَى أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার সকল গুণের অসিলা ধরে এ প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

- কোন বিশেষ গুণের অসিলা ধরা। যেমনঃ

হযরত 'উসমান বিন্ আবুল্ 'আস্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি রাসূল ﷺ কে পুরাতন একটি ব্যথার কথা জানালে রাসূল ﷺ তাঁকে ব্যথার জায়গায় হাত রেখে সাত বার নিম্নোক্ত দো'আ পড়তে বলেনঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَ أُحَاذِرُ

(মুসলিম, হাদীস ২২০২)

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর কুদরতের অসিলায় প্রাপ্ত ও আশঙ্কিত সকল ব্যথা হতে তাঁর আশ্রয় কামনা করছি।

উক্ত দো'আয় আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও তাঁর বিশেষ গুণ "কুদরত" এর অসিলা ধরা হয়েছে।

গ. আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন কাজের অসিলা ধরাঃ

হযরত কা'ব বিন্ 'উজ্রাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমরা রাসূল ﷺ কে তাঁর উপর দুরূদ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাদেরকে এভাবে দুরূদ পড়া শিক্ষা দেনঃ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

(বুখারী, হাদীস ৩৩৭০ মুসলিম, হাদীস ৪০৬)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর যেমনিভাবে আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইব্রাহীম ﵇ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর।

উক্ত দুরূদে ইব্রাহীম ﵇ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণের অসিলা ধরা হয়েছে।

ঘ. আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমানের অসিলা ধরাঃ

যেমন বলবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِإِيْمَانِيْ بِكَ وَ بِرَسُوْلِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার ও আপনার রাসূলের উপর ঈমানের অসিলায় আপনার নিকট এ প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ﴾

(মু'মিনূন : ১০৯)

অর্থাৎ আমার বান্দাহ্দের এক দল এমন ছিলো যে, তারা বলতোঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি তো দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ।

উক্ত আয়াতে ঈমানের অসিলা ধরা হয়েছে।

ঙ. নিজের দীনতা, অক্ষমতা ও প্রয়োজন উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করাঃ

যেমন বলবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُطْعِمَنِيْ وَ أَنَا الْفَقِيْرُ إِلَيْكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট খাদ্য কামনা করছি। আমি আপনার মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা عليه السلام সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴾

(ক্বাসাস্ : ২৪)

অর্থাৎ অতঃপর মূসা ﷺ বললেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি উহার কাঙ্গাল।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকারিয়া ﷺ সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ، وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾

(মারইয়াম : ৪)

অর্থাৎ তিনি বললেনঃ হে আমার প্রভু! আমার অস্থি শীর্ণ প্রায় এবং আমার মাথা বার্ধক্যের দরুন শুভ্রোজ্জ্বল। হে আমার প্রভু! এরপরও আমার আস্থা এতটুকু যে, আপনার নিকট দো'আ করে কখনো আমি ব্যর্থ হইনি।

চ. জীবিত কোন নেক বান্দাহ্'র দো'আর অসিলা ধরাঃ

যেমনঃ রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবারা যে কোন সমস্যায় তাঁর দো'আ কামনা করতেন।

হযরত আনাস্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوْا ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَ احْمَرَّتِ الشَّجَرُ ، وَ هَلَكَتِ الْبَهَائِمُ ، فَادْعُ اللهَ يَسْقِنَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا ، مَرَّتَيْنِ ، وَايْمُ اللهِ! مَا نَرَى فِيْ السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ ، فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَ أَمْطَرَتْ ، وَ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوْا إِلَيْهِ : تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ ، وَ انْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللهَ يَحْبِسْهَا عَنَّا ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لاَ عَلَيْنَا ، فَكَشَطَتِ الْمَدِيْنَةُ ، فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا ، وَ لاَ تَمْطُرُ

بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةٌ ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَ إِنَّهَا لَفِيْ مِثْلِ الإِكْلِيْلِ

(বুখারী, হাদীস ১০২১ মুসলিম, হাদীস ৮৯৭)

অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ জুমার দিন জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় লোকেরা চিৎকার করে দাঁড়িয়ে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! বহু দিন থেকে বৃষ্টি বন্ধ, গাছগুলো লালচে হয়ে গেছে এবং পশুগুলো মরে যাচ্ছে। সুতরাং আপনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দেন। তখন রাসূল ﷺ দু' বার এ দো'আ করলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আল্লাহ্'র কসম! ইতিপূর্বে আমরা আকাশে সামান্যটুকু মেঘও দেখতে পাইনি। কিন্তু রাসূল ﷺ এর দো'আর সাথে সাথে হঠাৎ কোথা হতে এক টুকরো মেঘ এসে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষালো। অতঃপর রাসূল ﷺ মিম্বার থেকে নেমে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ হওয়ার পর হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিরতিহীন বৃষ্টি হলো। এ জুমা বারেও যখন নবী ﷺ খুতবা দিতে দাঁড়ালেন তখন লোকেরা চিৎকার দিয়ে বললোঃ ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে গেলো, পথ-ঘাট ডুবে গেলো। অতএব আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করুন, যেন তিনি বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী ﷺ মুচকি হেসে বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আশপাশে বর্ষণ করুন। আমাদের উপর নয়। বর্ণনাকারী বলেনঃ মদীনা হতে মেঘ একদম কেটে গেলো এবং উহার আশপাশে বর্ষাতে লাগলো। মদীনাতে আর একটি বৃষ্টির ফোঁটাও পড়েনি। এমনকি মদীনাকে দেখে মনে হলো, তাজ পরা এক ফরসা নগরী।

অনুরূপভাবে নবী ﷺ যখন সাহাবাদেরকে এ বলে হাদীস শুনালেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে তখন 'উক্কাশা বিন্ মিহ্'সান رضي الله عنه রাসূল ﷺ কে দাঁড়িয়ে বললেনঃ

اُدْعُ اللهَ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ

(বুখারী, হাদীস ৫৭৫২ মুসলিম, হাদীস ২২০)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আল্লাহ্'র দরবারে দো'আ করুন, আমি যেন তাদের একজন হই। রাসূল ﷺ বললেনঃ তুমি তাদেরই একজন।

তবে এ কথা ভালোভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শরীয়তে কোন মৃত ব্যক্তির দো'আর অসিলা ধরা জায়েয নেই। কারণ, সে মৃত। সে আপনার জন্য কিছুই করতে পারবে না। এ কারণেই হযরত 'উমর বিন্ খাত্তাব رضي الله عنه এর খিলাফতকালে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে সাহাবারা রাসূল ﷺ এর কবরে গিয়ে তাঁর দো'আ কামনা না করে বরং তাঁর চাচা 'আব্বাস্ رضي الله عنه এর দো'আ কামনা করেন।

হযরত আনাস্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا ، وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا ، فَيُسْقَوْنَ

(বুখারী, হাদীস ১০১০, ৩৭১০)

অর্থাৎ মদীনায় কোন অনাবৃষ্টি দেখা দিলে হযরত 'উমর বিন্ খাত্তাব رضي الله عنه রাসূল ﷺ এর চাচা হযরত 'আব্বাস্ رضي الله عنه এর দো'আর অসিলা ধরে বৃষ্টির জন্য দো'আ করতেন। তিনি দো'আ করতে গিয়ে বলতেনঃ হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট আপনার নবীর দো'আর অসিলা ধরলে আপনি তখন আমাদেরকে বৃষ্টি দিতেন। এখন আপনার নিকট আপনার নবীর চাচার দো'আর অসিলা ধরছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। অতঃপর তাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হতো।

উক্ত হাদীস আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন সম্মানজনক ব্যক্তির অস্তিত্বের অসিলা ধরা অথবা কোন মৃত মহান ব্যক্তির দো'আর অসিলা ধরা নাজায়িয হওয়া প্রমাণ করে। তা না হলে হযরত 'উমর বিন্ খাত্তাব رضي الله عنه কর্তৃক রাসূল ﷺ এর চাচা হযরত 'আব্বাস্ رضي الله عنه এর দো'আর অসিলা ধরে বৃষ্টির জন্য দো'আ

করার কোন মানে হয় না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হযরত 'আব্বাস্ ﷺ এর সম্মান কোনোভাবেই রাসূল ﷺ এর সম্মানের ঊর্ধ্বে নয়।

ছ. যে কোন নেক আমলের অসিলা ধরাঃ

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ

انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْط مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيْتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوْا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِيْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ ، وَ كُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَّ لاَ مَالاً ، فَنَأَى بِيْ فِيْ طَلَبِ شَيْءٍ يَوْماً ، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا ، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ ، وَ كَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً ، فَلَبِثْتُ وَ الْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئاً لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ

وَ قَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا ، فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ ، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ ، فَجَاءَتْنِيْ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَ مِئَةَ دِيْنَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَ هِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَ تَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِيْ أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا

وَ قَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَ ذَهَبَ ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ ، فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنٍ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِيْ ، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ ، مِنَ الإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الرَّقِيْقِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! لاَ تَسْتَهْزِئْ بِيْ ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ ، فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئاً ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ ، فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ

(বুখারী, হাদীস ২২১৫, ২২৭২ মুসলিম, হাদীস ২৭৪৩)

অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের তিন ব্যক্তি সফরে বের হলো। পথিমধ্যে তারা রাত্রি যাপনের জন্য এক গিরি গুহায় অবস্থান নিলো। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে এক প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে এসে তাদের গিরি গুহার মুখ বন্ধ করে দিলো। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করলো যে, নিশ্চয়ই তোমরা নিজ নেক আমলের অসিলা ধরে দো'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ জগদ্দল পাথর হতে মুক্তি দিবেন। অতঃপর তাদের একজন বললোঃ হে আল্লাহ্! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলো। আর আমি তাদেরকে সন্ধ্যার পানীয় পান না করিয়ে নিজ স্ত্রী পরিজনকে পান করাতাম না। একদা আমি কোন এক প্রয়োজনে বহু দূর চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম আমার মাতা-পিতা ঘুমিয়ে গেছে। অতঃপর আমি তাদের জন্য সন্ধ্যার পানীয় তথা দুধ দোহালাম। কিন্তু তারা ঘুমিয়ে রয়েছে বলে আমি তাদেরকে তা পান করাতে পারিনি। অন্য দিকে তাদেরকে তা পান না করিয়ে নিজ স্ত্রী পরিজনকে পান করানো আমার একেবারেই অপছন্দ। তাই আমি তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম। অতঃপর তারা ঘুম থেকে জেগে দুধ পান করলো। হে আল্লাহ্! আমি যদি তা একমাত্র আপনাকে পাওয়ার জন্য করে

থাকি তাহলে আপনি আমাদের এ জগদ্দল পাথরটি সরিয়ে দিন। তখন পাথরটি একটু করে সরে গেলো। কিন্তু তারা এতটুকুতে গুহা থেকে বের হতে পারলোনা।

অপর জন বললোঃ হে আল্লাহ্! আমার একটি চাচাতো বোন ছিলো যাকে আমি খুবই ভালোবাসতাম। অতঃপর আমি তার সাথে ব্যভিচার করতে চাইলে সে তা করতে অস্বীকার করে। তবে হঠাৎ সে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমার নিকট সাহায্য কামনা করলে আমি তাকে ১২০ দীনার দেই ব্যভিচার করার শর্তে। এতে সে রাজি হলো। অতএব আমি যখন শর্তানুযায়ী ব্যভিচারে উদ্যত হলাম তখন সে আমাকে বললোঃ আমি তোমাকে শরীয়ত সম্মত অধিকার ছাড়া আমার সতীত্ব নষ্ট করতে দেবো না। তখন আমি তার সঙ্গে ব্যভিচার করতে কুণ্ঠাবোধ করলাম। অতএব আমি তাকে এমতাবস্থায় ছেড়ে আসলাম। অথচ আমি তাকে খুবই ভালোবাসি। এমনকি আমি তার কাছ থেকে টাকাগুলোও ফেরত নিলাম না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তা একমাত্র আপনাকে পাওয়ার জন্য করে থাকি তাহলে আপনি আমাদের এ জগদ্দল পাথরটি সরিয়ে দিন। তখন পাথরটি একটু করে সরে গেলো। কিন্তু তারা এতটুকুতে গুহা থেকে বের হতে পারলোনা।

তৃতীয় জন বললোঃ হে আল্লাহ্! আমি কোন এক কাজের জন্য কয়েক জন দিন মজুর নিয়েছিলাম এবং তাদের সবাইকে দিন শেষে নির্ধারিত দিন মজুরি দিয়ে দিয়েছি। তবে তাদের একজন মজুরি না নিয়ে চলে গেলো। অতঃপর আমি তার মজুরিটুকু লাভজনক খাতে খাটালে সম্পদ প্রচুর বেড়ে যায়। কিছুদিন পর সে আমার নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্'র বান্দাহ্! আমার মজুরি দিয়ে দাও। আমি তাকে বললামঃ তুমি উট, গরু, ছাগল, গোলাম যাই দেখতে পাচ্ছো সবই তোমার মজুরি। সে বললোঃ হে আল্লাহ্'র বান্দাহ্! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললামঃ আমি তোমার সাথে এতটুকুও

উপহাস করছি না। অতঃপর সে সবগুলো পশু হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। একটি পশুও ছেড়ে যায়নি। হে আল্লাহ্! আমি যদি তা একমাত্র আপনাকে পাওয়ার জন্য করে থাকি তাহলে আপনি আমাদের এ জগদ্দল পাথরটি সরিয়ে দিন। তখন পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেলো এবং তারা গুহা থেকে সুস্থভাবে বের হয়ে পথ চলতে শুরু করলো।

২. শরীয়ত বিরোধী অসিলাঃ

শরীয়ত বিরোধী অসিলা বলতে ও সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানো হয় যে গুলোকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা কোর'আন ও হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত নয়। যে গুলো নিম্নরূপঃ

ক. কোন সম্মানিত ব্যক্তি সত্তার অসিলা ধরাঃ

যেমনঃ নবী ﷺ এর অসিলা ধরে এভাবে দো'আ করা,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ أَنْ تُدْخِلَنِيْ جَنَّتَكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নবীর মর্যাদার অসিলায় আপনার জান্নাত কামনা করছি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে কোন মৃত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা শুধু তাঁরই কাজে আসবে। অন্যের কাজে নয়। জীবিত ব্যক্তির কাজে আসবে শুধু তারই আমল ও প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদা।

তবে এমন বলা যেতে পারে,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِإِيْمَانِيْ بِرَسُوْلِكَ وَ اتِّبَاعِيْ لِسُنَّتِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার রাসূলের উপর ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের অসিলায় আপনার নিকট এ কামনা করছি যে, আপনি আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

কেউ কেউ ব্যক্তি সত্তার অসিলা ধরা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত

প্রমাণগুলো উল্লেখ করে থাকে। যা নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَ ابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾

(মা'য়িদাহ্ : ৩৫)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। তাঁর সান্নিধ্য (তাঁর আনুগত্য ও নেক আমলের মাধ্যমে) অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো। আশাতো, তোমরা সফলকাম হবে।

পীর পূজারীরা বলে থাকেঃ উক্ত আয়াতে অসিলা বলতে পীর বুযুর্গদেরকেই বুঝানো হচ্ছে। অতএব তাদের নিকট বায়'আত হতে হবে। তাদের অসিলা ধরতে হবে।

মূলতঃ উক্ত আয়াতে অসিলা বলতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য এবং নেক আমলকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের অসংখ্য আয়াতে ঈমান ও নেক আমলকে জান্নাত পাওয়ার একান্ত মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্য কিছুকে নয়। অতএব আমাদেরকে উক্ত আয়াতের অসিলা শব্দ থেকে ঈমান ও নেক আমলই বুঝতে হবে। অন্য কিছু নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أُوْلآئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴾

(বাক্বারাহ্ : ৮২)

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই জান্নাতী। তম্মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ ، وَ أَخْبَتُوْا إِلَـى رَبِّهِـمْ ، أُوْلآئِـكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴾

(হূদ্ : ২৩)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। অনুরূপ যারা একান্তভাবে নিজ প্রতিপালক অভিমুখী হয়েছে। তারাই জান্নাতী। তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾

(কাহ্ফ : ১০৭)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে জান্নাতুল্ ফিরদাউস্ হবে তাদের আপ্যায়ন।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴾

(হাজ্জ : ৫০)

অর্থাৎ সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে একান্ত ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيْمِ ﴾

(লোক্মান : ৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

উক্ত আয়াতসমূহ বিবেচনা করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অসিলা বলতে আল্লাহ্ তা'আলা নেক আমলকেই বুঝিয়েছেন। কোন পীর-বুযুর্গকে নয়।

তেমনিভাবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও হাদীসের মধ্যে

ঈমান ও নেক আমলকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَ تُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ ، وَ تُؤَدِّيْ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَ تَصُوْمُ رَمَضَانَ ، قَالَ: وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا ، فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

(বুখারী, হাদীস ১৩৯৭)

অর্থাৎ জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি কাজ শিক্ষা দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। রাসূল ﷺ উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ফরয নামায প্রতিষ্ঠা ও ফরয যাকাত আদায় করবে। রমযান মাসের রোযা পালন করবে। গ্রাম্য ব্যক্তিটি বললোঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি এর চাইতে এতটুকুও বেশি করবো না। ব্যক্তিটি যখন এ কথা বলে ফিরে যাচ্ছিলো তখন নবী ﷺ বললেনঃ যার মনে চায় জান্নাতী লোক দেখতে সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে নেয়।

হযরত আবু আইয়ূব আন্সারী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ ، يُدْنِيْنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ ، قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَ تُقِيْمُ الصَّلاَةَ ، وَ تُؤْتِيْ الزَّكَاةَ ، وَ تَصِلُ ذَا رَحِمِكَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(মুসলিম, হাদীস ১৩)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি কাজ শিক্ষা দিন যা করলে আমি জান্নাতের অতি নিকটবর্তী হবো এবং জাহান্নাম থেকে বহু দূরে সরে যাবো। রাসূল ﷺ উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে। আত্মীয়তা রক্ষা করবে। লোকটি যখন ফিরে গেলো তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ সে যদি আদিষ্ট কর্মগুলো ভালোভাবে আদায় করে তাহলে সে জান্নাতে যাবে।

উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অসিলার আয়াতে অসিলা বলতে ঈমান ও নেক আমলকেই বুঝিয়েছেন। পীর-বুযুর্গ জাতীয় অন্য কিছুকে নয়।

২. তারা বলে থাকেঃ হযরত আদম عليه السلام জান্নাতে থাকাবস্থায় নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেন। তখন তিনি "মুহাম্মাদ" নামের অসিলায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

উক্ত হাদীস সকল হাদীস গবেষকের ঐকমত্যে একেবারেই জাল ও বানোয়াট। কোনভাবেই তা বিশুদ্ধ নয়।

৩. তারা বলে থাকেঃ জনৈক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করুন, যেন তিনি আমাকে ভালো করে দেন। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ

إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ، وَ إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ: فَادْعُهُ ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ ، وَ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ

وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ ؛ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّد –نَبِيِّ الرَّحْمَةِ– ؛ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِـيْ حَاجَتِيْ هَذِهِ ؛ لِتُقْضَى لِيْ ، اللَّهُمَّ! فَشَفِّعْهُ فِيَّ

(তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৮ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৪০৪)

অর্থাৎ তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার জন্য দো'আ করতে পারি। আর যদি তুমি চাও ধৈর্য ধরবে তাহলে সেটি হবে তোমার জন্য খুবই উত্তম। সে বললোঃ আপনি আমার জন্য দো'আ করে দিন। তখন রাসূল ﷺ তাকে ভালোভাবে ওযু করে এ দো'আ করার পরামর্শ দেন। যার অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট কামনা করছি এবং আপনার দয়ালু নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর দো'আর অসিলায় আপনার নিকট কাকুতি-মিনতি করছি। আমার প্রভুর নিকট আমি রাসূল ﷺ এর দো'আর অসিলায় আমার প্রয়োজন পূরণের জন্য কাতর অনুনয় করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ বা দো'আ কবুল করুন।

মূলতঃ উক্ত হাদীসে রাসূল ﷺ এর দো'আর অসিলা ধরা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তি সত্তার নয়। তা না হলে রাসূল ﷺ এর নিকট এসে তাঁর দো'আ চাওয়ার কোন মানে হয়না। কারণ, রাসূল ﷺ এর ব্যক্তি সত্তার অসিলা তাঁর অনুপস্থিতিতেও দেয়া যেতে পারে। তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু রাসূল ﷺ তার জন্য দো'আ করার ওয়াদা দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তি সত্তার অসিলা যথেষ্ট হলে তিনি কখনো তার জন্য দো'আ করার ওয়াদা করতেন না। তেমনিভাবে সেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তার ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর দো'আ কবুল হওয়ার মিনতি জানাতো না। কারণ, রাসূল ﷺ এর ব্যক্তি সত্তার অসিলাই তখন তার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

এ ছাড়াও নবী ﷺ তাঁর পুরো জীবদ্দশায় নিজ দো'আর মধ্যে কখনো তিনি হযরত ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা বা অন্যান্য কোন সম্মানিত নবীর অসিলা ধরেননি। তেমনিভাবে সাহাবাদের কেউ নিজ দো'আয় কখনো রাসূল ﷺ এর

ব্যক্তি সত্তার অসিলা ধরেননি অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের নিকট গিয়ে তাঁর মাধ্যমে কারোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আ করাননি।

খ. কোন মৃত ব্যক্তির দো'আর অসিলা ধরা ঃ

যেমনঃ রাসূল ﷺ এর কবরের পাশে গিয়ে বলাঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করুন, আমি যেন অতিসত্বর ধনী হয়ে যাই। কারণ, কোন ব্যক্তির ইন্তেকালের পর সে কোন ধরনের ইবাদাত করতে পারে না। এ কারণেই সাহাবারা রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর তাঁর দো'আর অসিলা না ধরে হযরত 'আব্বাস্ رضي الله عنه এর দো'আর অসিলা ধরেছেন।

একদা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) জনৈক ব্যক্তিকে কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে শুনেছেন। সে বলছেঃ হে কবরবাসীরা! তোমরা কি জানো না আমি কয়েক মাস যাবৎ তোমাদের কবরের নিকট এসে তোমাদেরকে দিয়ে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্য দো'আ করাতে চাচ্ছি। তোমরা জানো কি জানোনা? ইমাম আবু হানীফা সাহেব তার এ কথা শুনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তারা তোমার কথার কোন উত্তর দেয়নি? সে বললোঃ না। তখন ইমাম সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

سُحْقاً لَكَ ، وَ تَرِبَتْ يَدَاكَ! كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَاداً لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ جَوَابـــاً، وَ لاَ يَمْلِكُوْنَ شَيْئاً ، وَ لاَ يَسْمَعُوْنَ صَوْتاً ، وَ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ:

﴿ وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِيْ الْقُبُوْرِ ﴾

(ফাতির : ২২)

অর্থাৎ দূর হও এবং তোমার হস্তদ্বয় কর্দমাক্ত হোক! কিভাবে তুমি এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলছো যারা তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নয়। যারা কোন কিছুর মালিক নয়। যারা কোন আওয়াজ শুনতে পায় না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন যার অর্থঃ হে নবী! আপনি কবরবাসীকে

কিছু শুনাতে সক্ষম হবেন না।

(কিতাবুত্ তাওহীদঃ ইক্ববাল কিলানী)

গ. জীবিত কিংবা মৃত ওলী অথবা কোন মূর্তির ইবাদাতের অসিলা ধরাঃ

এটি জঘন্যতম শির্ক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَلاَ لِلَّه الدِّيْنُ الْخَالِصُ ، وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِه أَوْلِيَآءَ ، مَا نَعْبُـــدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾

(যুমার : ৩)

অর্থাৎ জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সে বিষয়ের সঠিক ফায়সালা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেননা যে মিথ্যাবাদী ও কাফির।

১২. নামায ত্যাগের শির্কঃ

নামায ত্যাগের শির্ক বলতে নিজের খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিয়ে ইচ্ছাকৃত বা অলসতা বশত নিয়মিতভাবে দীর্ঘ দিন যাবৎ দৈনন্দিনের ফরয নামায আদায় না করাকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَقَلْبِه

وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ، فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ، أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ ﴾
(জা'সিয়াহ্ : ২৩)

অর্থাৎ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ওর প্রতি যে নিজ খেয়াল-খুশিকে মা'বূদ বানিয়েছে? জ্ঞানানুযায়ী না চলার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কর্ণ ও হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর আবরণ ঢেলে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য আর কে তাকে হিদায়াত দিতে পারে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

হযরত জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ
(মুসলিম, হাদীস ৮২)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরির মাঝে শুধু নামায না পড়াই পার্থক্য। অন্য কিছু নয়।

১৩. আল্লাহ্ তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতোনা এমন বলার শির্কঃ

এ জাতীয় কথা বলা ছোট শির্ক।

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وَ شِئْتَ ، فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِيْ لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ

(আহ্মাদ্ : ১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭ বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ৭৮৩ নাসায়ী/আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্, হাদীস ৯৮৮ বায়হাক্বী : ৩/২১৭ ত্বাবারানী/কাবীর, হাদীস ১৩০০৫, ১৩০০৬ আবু নু'আইম/হিল্ইয়াহ্ : ৪/৯৯)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা

এবং আপনি চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক বানাচ্ছো? এমন কথা কখনো বলবে না। বরং বলবেঃ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই চেয়েছেন বলে কাজটি হয়েছে। নতুবা হতো না।

হযরত 'হুযাইফাহ্ ؓ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ স্বপ্নের মধ্যে জনৈক মুসলমানের সাথে জনৈক ইহুদী বা খ্রিষ্টানের সাক্ষাৎ হলে সে মুসলমানকে বললোঃ তোমরা তো উৎকৃষ্ট সম্প্রদায় যদি তোমরা শির্ক না করতে। তোমরা বলে থাকোঃ আল্লাহ্ তা'আলা এবং মুহাম্মদ ﷺ কাজটি চেয়েছে বলে হয়েছে। নতুবা হতোনা। নবী ﷺ কে ব্যাপারটি জানানো হলে তিনি বলেনঃ

أَمَا وَ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ ، قُوْلُوْا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৪৮ আহ্মাদ্ : ৫/৩৯৩)

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ্'র কসম! নিশ্চয়ই আমি ব্যাপারটি জানতাম। তোমরা বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ কাজটি চেয়েছেন বলে হয়েছে। নতুবা হতো না। কারণ, এবং (ওয়াও) শব্দটি সমকক্ষতা বুঝায় যা শির্ক। এর বিপরীতে অতঃপর (সুম্মা) শব্দটি কখনো সমকক্ষতা বুঝায় না।

মানুষের মুখে এ জাতীয় আরো অনেক বাক্য প্রচলিত রয়েছে। যেমনঃ "আল্লাহ্ এবং আপনি না থাকলে আমার অনেক সমস্যা হয়ে যেতো"। "আমার জন্য শুধু আল্লাহ্ এবং আপনিই রয়েছেন"। "আমি আল্লাহ্ এবং আপনার উপর নির্ভরশীল"। "এটি আল্লাহ্ এবং আপনার পক্ষ হতে"। "এটি আল্লাহ্ এবং আপনার বরকতেই হয়েছে"। "আমার জন্য আকাশে আছেন আল্লাহ্ এবং জমিনে আছেন আপনি"।

১৪. আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম খাওয়ার শির্কঃ

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম

খাওয়া ছোট শির্ক।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২১৫ তিরমিযী, হাদীস ১৫৩৫ ইবনু হিব্বান/মাওয়ারিদ, হাদীস ১১৭৭ হা'কিম : ১/১৮, ৫২ ৪/২৯৭ বায়হাক্বী : ১০/২৯ আব্দুর রায্যাক : ৮/১৫৯২৬ ত্বায়ালিসী, হাদীস ১৮৯৬ আহ্মাদ্ : ২/৩৪, ১২৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কসম খাবে সে মুশ্রিক হয়ে যাবে।

হযরত 'উমর ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ

(বুখারী, হাদীস ২৬৭৯, ৬১০৮, ৬৬৪৬ মুসলিম, হাদীস ১৬৪৬ আবু দাউদ, হাদীস ৩২৪৯ তিরমিযী, হাদীস ১৫৩৪ মালিক : ২/৪৮০ দারামী : ২/১৮৫ বায়হাক্বী : ১০/২৮ বাগাওয়ী, হাদীস ২৪৩১ ত্বায়ালিসী, হাদীস ১৯ আহ্মাদ্ : ২/১১, ১৭, ১৪২ হুমাইদী, হাদীস ৬৮৬)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি কসম খেতে চায় সে যেন আল্লাহ্'র কসম খায়। নতুবা সে যেন চুপ থাকে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، وَ لاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَ لاَ بِالأَنْدَادِ، وَ لاَ تَحْلِفُوْا إِلاَّ بِـــاللهِ، وَلاَ تَحْلِفُوْا بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৪৮)

অর্থাৎ তোমরা পিতা-মাতার কসম খেয়ো না। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কসম খেয়ো না। তা যাই হোক না কেন।

শুধু কসম খাবে আল্লাহ্ তা'আলার। তবে আল্লাহ্ তা'আলার কসম হতে হবে সত্যি সত্যি। মিথ্যা নয়।

হযরত বুরাইদাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا

(আবু দাউদ, হাদীস ৩২৫৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাবে সে আমার উম্মত নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِباً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقاً

(ত্বাবারানী/কাবীর : ৯/৮৯০২)

অর্থাৎ আমার নিকট মিথ্যাভাবে আল্লাহ্'র কসম খাওয়া অনেক ভালো সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের কসম খাওয়া চাইতে।

আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কারোর কসম খেলে যা করতে হয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কারোর কসম খেলে কালিমায়ে তাওহীদ পড়ে নিবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلَفِهِ: بِاللاَّتِ وَ الْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

(বুখারী, হাদীস ৬৬৫০ মুসলিম, হাদীস ১৬৪৭ আবু দাউদ, হাদীস ৩২৪৭ তিরমিযী, হাদীস ১৫৪৫ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১২৬ বায়হাক্বী ১০/৩০ আহমাদ্ ২/৩০৯)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি "লাত" ও ""উয্যা" এর কসম খেলে সে যেন বলেঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।

হযরত সা'আদ বিন্ আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

حَلَفْتُ مَرَّةً بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قُلْ لاَ إِلاَهَ إِلاَّ اللهُ

(ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১১৭৮ আহ্মাদ্ : ১/১৮৩, ১৮৬-১৮৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৭১৯, ৭৩৬ নাসায়ী/আল্ ইয়াওমু ওয়াল্লাইলাহ্, হাদীস ৯৮৯, ৯৯০)

অর্থাৎ আমি একদা "লাত" ও "'উয্যা" এর কসম খেয়েছিলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেনঃ তুমি বলোঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।

যেমনিভাবে রাসূল ﷺ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের কসম খেতে নিষেধ করেছেন তেমনিভাবে তিনি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেলে তাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেতে উৎসাহিত করেছেন যাতে সে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের কসম খেতে বাধ্য না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে নিজের পিতার কসম খেতে দেখলে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

لاَ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৩১)

অর্থাৎ তোমরা নিজ পিতার কসম খেয়ো না। কেউ আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেলে সে যেন সত্য কসম খায়। আর যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কসম খাওয়া হলো সে যেন সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়। যে ব্যক্তি তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কসম খাওয়ার পরও সে তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় না তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সম্পর্ক নেই।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

رَأَى عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لاَ وَ الَّذِيْ لاَ إِلاَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيْسَى: آمَنْتُ بِاللهِ، وَ كَذَّبْتُ بَصَرِيْ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২১৩২)

অর্থাৎ হযরত ঈসা ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে বললেনঃ তুমি কি চুরি করেছো? সে বললোঃ না, আল্লাহ্ তা'আলার কসম যিনি এক ও একক। তখন হযরত ঈসা ﷺ বললেনঃ আমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে মেনে নিচ্ছি, তুমি সত্যই বলেছো আর আমি মিথ্যা দেখেছি।

১৫. যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার শির্‌কঃ

যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়া ছোট শির্‌ক। কারণ, যে ব্যক্তি যুগ বা বাতাসকে গালি দেয় সে অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করে যে, যুগ বা বাতাস এককভাবে কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে। নতুবা যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার কোন মানে হয় না।

যুগ বা বাতাসকে দোষারোপ করার চরিত্র শুধু আজকের নয় বরং তা মক্কার মুশ্‌রিকদের মধ্যেও বর্তমান ছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার মুশ্‌রিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ قَالُوْا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ، نَمُوْتُ وَ نَحْيَى ، وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ، وَ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّوْنَ ﴾

(জাসিয়াহ্ : ২৪)

অর্থাৎ তারা (মুশ্‌রিকরা) বলেঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। এখানে আমরা মরি ও বাঁচি এবং একমাত্র যুগই আমাদের ধ্বংস সাধন করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত কোন জ্ঞানই নেই। তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ ، بِيَدِيْ الأَمْرُ ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ

(বুখারী, হাদীস ৪৮২৬, ৬১৮১, ৭৪৯১ মুসলিম, হাদীস ২২৪৬ আবু দাউদ, হাদীস ৫২৭৪ আহ্মাদ্ : ২/২৩৮ 'হুমাইদী, হাদীস ১০৯৬ বায়হাক্বী : ৩/৩৬৫ ইব্নু হিব্বান/ইহ্সান, হাদীস ৫৬৮৫ হা'কিম : ২/৪৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মানুষ আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়। অথচ আমিই যুগ নিয়ন্ত্রক। সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতেই। আমার আদেশেই রাত-দিন সংঘটিত হয়।

হযরত উবাই বিন্ কা'ব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسبُّوْا الرِّيْحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ ؛ فَقُوْلُوْا: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ وَ خَيْرِ مَا فِيْهَا، وَ خَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَ شَرِّ مَا فِيْهَا ، وَ شَرِّ مَا أُمِرَتْ بِه

(বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ১৯ তিরমিযী, হাদীস ২২৫২ নাসায়ী/আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্, হাদীস ৯৩৩-৯৩৬ ইব্নুস্ সুন্নী/আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্, হাদীস ২৯৮ হা'কিম : ২/২৭২ আহ্মাদ্ : ৫/১২৩)

অর্থাৎ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তবে তোমরা কোন অসুবিধাকর পরিবেশ দেখলে বলবেঃ হে আল্লাহ্! আমরা এ বাতাসের কল্যাণ কামনা করি, এ বাতাসে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এ বাতাসকে যে কল্যাণের আদেশ করা হয়েছে। হে আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এ বাতাসের অকল্যাণ হতে, এ বাতাসে যে অকল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এ বাতাসকে যে অকল্যাণের আদেশ করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَسبُّوْا الرِّيْحَ ، فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللهِ ، تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَ الْعَذَابِ ، وَ لَكِنْ سَلُوْا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا

(বুখারী/আদাবুল্ মুফ্রাদ্, হাদীস ৭২০, ৯০৬ নাসায়ী/আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্, হাদীস ৯২৯, ৯৩১, ৯৩২ আবু দাউদ, হাদীস ৫০৯৭ ইব্নু মাজাহ্,

হাদীস ৩৭৯৫ হা'কিম : ৪/২৮৫ ইব্নু আবী শাইবাহ্ : ১০/২১৬ আহ্মাদ্ : ২/২৫০, ২৬৮, ৪০৯, ৪৩৬-৪৩৭, ৫১৮ আব্দুর রায্যাক : ১১/২০০০৪)

অর্থাৎ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কারণ, তা আল্লাহ্'র রহমত। তবে তা কখনো রহ্মত নিয়ে আসে আবার কখনো আযাব। কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু দেখলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বাতাসের কল্যাণ এবং উহার অকল্যাণ হতে তাঁর আশ্রয় কামনা করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَلْعَنِ الرِّيْحَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ، وَ إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

(তিরমিযী, হাদীস ১৯৭৮ আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৮ ত্বাবারানী/কাবীর : ১২/১২৭৫৭ ইব্নু হিব্বান, হাদীস ১৯৮৮)

অর্থাৎ বাতাসকে অভিশাপ দিও না। কারণ, সে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট। আর যে ব্যক্তি অভিশাপের অনুপযুক্ত বস্তুকে অভিশাপ দেয় সে অভিশাপ পুনরায় তার উপরই ফিরে আসে।

যুগ বা বাতাসকে গালি দেয়ার মধ্যে তিনটি অপকার রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

১. গালির অনুপযুক্ত বস্তুকে গালি দেয়া। কারণ, যুগ বা বাতাস আল্লাহ্'র সৃষ্টি এবং তারা আল্লাহ্'র আদেশেই পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ওরা গালি খাওয়ার কোনভাবেই উপযুক্ত নয়।

২. ওদেরকে গালি দেয়া শির্ক। কারণ, যে ওদেরকে গালি দেয় সে অবশ্যই এমন মনে করে যে, ওরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ছাড়া কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে।

৩. ওদেরকে গালি দেয়া মানে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকেই গালি দেয়া। কারণ, তাঁর আদেশেই সবকিছু হয়ে থাকে।

১৬. কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর "যদি এমন করতাম তাহলে এমন হতোনা" বলার শির্কঃ

এ জাতীয় কথা বলা তাক্বদীরে অবিচল বিশ্বাস বিরোধী এবং ছোট শির্ক ও বটে। কারণ, কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এমন বলাঃ "যদি এমন করতাম তাহলে এমন হতো না" অথবা "যদি এমন না করতাম তাহলে এমন হতো না" এ কথাই প্রমাণ করে যে, বান্দাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়াও স্বেচ্ছায় নিজের লাভ বা ক্ষতি তথা যে কোন কাজ করতে পারে।

'উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ নেমে আসলে তাদের মধ্যে যারা মুনাফিক তারা এ ব্যাপারে উপরোল্লিখিত উক্তি উচ্চারণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নিন্দা করে বলেনঃ

﴿ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُــوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾

(আ'লি ইম্‌রান : ১৫৪)

অর্থাৎ তারা বলেঃ যদি এ ব্যাপারে (যুদ্ধের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে) আমাদের কোন হাত থাকতো তাহলে আজ আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হতো না। আপনি বলে দিনঃ যদি তোমরা আজ তোমাদের ঘরেও থাকতে তবুও যাদের ব্যাপারে আজ নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে তারা অবশ্যই নিজ মৃত্যুস্থানে উপস্থিত হতে।

উক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর "যদি" শব্দ উচ্চারণ করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। খাঁটি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। খাঁটি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হলো, তার উপর কোন বিপদ আসলে সে এমন শব্দ উচ্চারণ করবে যা ধৈর্য, সাওয়াবের আশা ও তাক্বদীরে দৃঢ় বিশ্বাস বুঝাবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেনঃ

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ ، وَ فِيْ كُلٍّ خَيْـــرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَ اسْتَعِنْ بِاللهِ وَ لاَ تَعْجَزْ ، وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا ، وَ لَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَـــوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

(মুসলিম, হাদীস ২৬৬৪)

অর্থাৎ শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা অনেক ভালো এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তবে উভয়ের মধ্যে কম ও বেশি কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার উপকারে আসবে তা করতে সর্বদা তুমি উৎসাহী থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করবে। অক্ষমের ন্যায় বসে থাকবে না। কোন অঘটন ঘটলে এ কথা বলবে না যে, যদি এমন করতাম তা হলে এমন এমন হতো। বরং বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহা আমার ভাগ্যে রেখেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ, "যদি" শব্দটি শয়তানের শয়তানীর দরোজা খুলে দেয়।

খ. অপ্রকাশ্য শিরক ঃ

অপ্রকাশ্য শির্‌ক বলতে এমন সব ব্যাপারকে বুঝানো হচ্ছে যা চোখে দেখা যায় না অথবা কানে শুনা যায়না অথবা অনুভব করা যায় না।

অপ্রকাশ্য শির্‌ক আবার তিন প্রকার। যা নিম্নরূপঃ

১. নিয়্যাতের শির্‌ক ঃ

নিয়্যাতের শির্‌ক বলতে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে না করে শুধুমাত্র দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে করাকে বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لاَ

يُبْخَسُوْنَ، أُوْلآئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ، وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

(হূদ : ১৫, ১৬)

অর্থাৎ যারা পার্থিব জীবন ও উহার সাজসজ্জা চায় আমি তাদের কৃতকর্মের ফল পূর্ণভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দেবো। এতটুকুও তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরা এমন যে, আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাদের সকল আমল তখন অকেজো এবং নিষ্ফল বলে বিবেচিত হবে।

মানুষ যে নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে না করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে করে থাকে তা চার প্রকারঃ

১. কোন নেক আমল আল্লাহ্ তা'আলার জন্য করেছে ঠিকই। কিন্তু সে এর মাধ্যমে আখিরাতের কোন পুণ্য চায় না। বরং সে এর মাধ্যমে নিজ পরিবার ও পরিজনের হিফাজত অথবা ধন-সম্পদের উন্নতি ও রক্ষা এমনকি নিয়ামতের স্থায়িত্ব কামনা করে। এমন ব্যক্তির জন্য আখিরাতে কিছুই নেই। আল্লাহ্ চান তো দুনিয়াতে তার আশা পূর্ণ হবে মাত্র। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

২. কোন নেক আমল মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা। পরকালের পুণ্যের আশায় নয়। এর জন্যও আখিরাতে কিছুই থাকবে না।

৩. শুরু থেকেই কোন নেক আমল দুনিয়ার জন্য করা। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নয়। যেমনঃ সম্পদের জন্য হজ্জ বা জিহাদ করা।

৪. কোন নেক আমল আল্লাহ্ তা'আলার জন্য করেছে ঠিকই। কিন্তু সাথে সাথে সে এমন কাজও করে যাচ্ছে যা তাকে ইসলামের গণ্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। অথবা সে আদতেই কাফির। এ ব্যক্তি তার আমলগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য করে থাকলেও তা আল্লাহ্

তা'আলার জন্য হবে না। কারণ, সে কাফির এবং এ ব্যক্তির জন্য আখিরাতে কিছুই থাকবে না।

দুনিয়া কামানোর জন্য কোন নেক আমল করা হলে দুনিয়া যে নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে তাও কিন্তু সঠিক নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যতটুকু দিতে চাবেন সে ততটুকুই পাবে। এর বেশি কিছু সে পাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، يَصْلاَهَا مَذْمُوْماً مَّدْحُوْراً ﴾

(ইস্‌রা/বানী ইস্‌রাঈল : ১৮)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পার্থিব কোন সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা অতিসত্বর দিয়ে থাকি। অতঃপর আমি তার জন্য নির্ধারিত করে রাখি জাহান্নাম। যাতে সে প্রবেশ করবে অপমানিত ও লাঞ্ছিতভাবে।

রাসূল ﷺ দুনিয়াকামী ব্যক্তিদেরকে দুনিয়ার গোলাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা কখনো আল্লাহ্ তা'আলার গোলাম হতে পারে না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ ، وَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَ إِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَ انْتَكَسَ ، وَ إِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ ، طُوْبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِيْ الْحِرَاسَةِ كَانَ فِيْ الْحِرَاسَةِ ، وَ إِنْ كَانَ فِيْ السَّاقَةِ كَانَ فِيْ السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَ إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

(বুখারী, হাদীস ২৮৮৬, ২৮৮৭ বায়হাক্বী : ৯/১৫৯, ১০/২৪৫)

অর্থাৎ ধ্বংস হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম! ধ্বংস হোক পোশাক-

পরিচ্ছদের গোলাম! তাকে কিছু দিলে খুশি। না দিলে বেজার। ধ্বংস হোক! কখনো সে সফলকাম না হোক! সমস্যায় পড়লে সমস্যা থেকে উদ্ধার না হোক! (কাঁটা বিঁধলে না খুলুক)। জান্নাত ঐ ব্যক্তির জন্য যে সর্বদা আল্লাহ্'র রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরেই আছে। মাথার চুলগুলো তার এলোমেলো। পা যুগল ধূলিমলিন। সেনাবাহিনীর পাহারায় দিলেও রাজি। পশ্চাতে দিলেও রাজি। উপরস্থদের নিকট অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। কারোর জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَ هُوَ يَبْتَغِيْ عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ أَجْرَ لَهُ ، أَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً وَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ أَجْرَ لَهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ২৫১৬ হাকিম: ২/৮৫ বায়হাক্বী: ৯/১৬৯ আহ্মাদ্ : ২/২৯০, ৩৬৬)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করতে চায়। অথচ তার উদ্দেশ্য দুনিয়া কামানো। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ তার কোন সাওয়াব হবে না। লোকটি রাসূল ﷺ কে এ কথাটি তিন বার জিজ্ঞাসা করলো। আর রাসূল ﷺ প্রত্যেকবারই একই উত্তর দিলেন।

হযরত ক্বাতাদা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ وَ نِيَّتَهُ وَ طَلْبَتَهُ جَازَاهُ اللهُ بِحَسَنَاتِه فِيْ الدُّنْيَا ثُمَّ يُفْضِيْ إِلَى الآخِرَةِ وَ لَيْسَ لَهُ حَسَنَةٌ، وَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُجَازَى بِحَسَنَاتِه فِيْ الدُّنْيَا وَ يُثَابُ عَلَيْهَا فِيْ الآخِرَةِ

অর্থাৎ দুনিয়াই যার আশা, ভরসা, চাওয়া ও পাওয়া হবে আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেবেন। আখেরাতের

জন্য একটি নেক আমলও তার জন্য গচ্ছিত রাখা হবে না। তবে খাঁটি ঈমানদার তার নেক আমলের ফল দুনিয়াতেও পাবে আখেরাতেও।

২. কারোর সন্তুষ্টি কামনার শির্কঃ

কারোর সন্তুষ্টি কামনার শির্ক বলতে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য না করে অন্য কারোর সন্তুষ্টির জন্য করাকে বুঝানো হয়। যে কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই করতে হয়। অন্য কারোর জন্যে নয়। সুতরাং কোন নেক আমল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কারোর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে তা হবে মারাত্মক শির্ক।

কোর'আন মাজীদে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকেই সফলকাম বলা হয়েছে। অন্য কাউকে নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْـــدُوْنَ وَجْهَ اللهِ ، وَ أُوْلآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾

(রূম : ৩৮)

অর্থাৎ অতএব আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। এ কাজটি সর্বোত্তম ওদের জন্যে যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং ওরাই সত্যিকার সফলকাম।

আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَاناً ﴾

(ফাত্হ : ২৯)

অর্থাৎ তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করে।

যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দান-সাদাকা করে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোর'আন মাজীদের মধ্যে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত

ব্যক্তিদের অন্যতম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ سَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى ، الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكَّى ، وَ مَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى ، إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ، وَ لَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

(লাইল : ১৭-২১)

অর্থাৎ তবে পরম মুত্তাকী ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। যিনি স্বীয় সম্পদ দান করে আরো কল্যাণ প্রাপ্তি তথা তা বৃদ্ধির আশায়। তার প্রতি কারোর অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়। শুধুমাত্র তার মহান প্রভুর একান্ত সন্তুষ্টি লাভের আশায়। সে জান্নাত পেয়ে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে।

হযরত 'আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ

(তিরমিযী, হাদীস ২৪১৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে মানুষের ব্যাপারে তার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে একমাত্র মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন। তিনি তার কোন ধরনের সহযোগিতা করেন না।

হযরত আবু উমামা বাহিলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً ، وَ ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

(নাসায়ী, হাদীস ৩১৪০ বায়হাক্বী, হাদীস ৪৩৪৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এমন আমলই গ্রহণ করে থাকেন যা হবে একেবারেই নিষ্কলুষ এবং যার মাধ্যমে শুধুমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়।

৩. কাউকে দেখানো বা শুনানোর শির্কঃ

কাউকে দেখানো (রিয়া) বা শুনানো (সুম্'আহ্) এর শির্ক বলতে কোন নেক আমল করার সময় তা কাউকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে করাকে বুঝানো হয়। যাতে মানুষের প্রশংসা কুড়ানো যায়।

কোন নেক আমল লুক্কায়িতভাবে করার পর পুনরায় তা কাউকে জানিয়ে দেয়াও এ শির্কের অন্তর্গত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَّاحِدٌ ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً، وَ لاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾

(কাহ্ফ : ১১০)

অর্থাৎ আপনি বলে দিনঃ নিশ্চয়ই আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার প্রতি এ প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মা'বূদই একমাত্র মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে যেন শরীক না করে।

ইমাম ইব্নুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

كَمَا أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ ، لاَ إِلاَهَ سِوَاهُ ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُوْنَ الْعِبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، فَكَمَا تَفَرَّدَ بِالإِلاَهِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعُبُوْدِيَّةِ ، فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الْخَالِصُ مِنَ الرِّيَاءِ الْمُقَيَّدُ بِالسُّنَّةِ

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলা একক। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তখন সকল ইবাদাত একমাত্র তাঁরই জন্য হতে হবে। অতএব নেক আমল বলতে রাসূল ﷺ এর আদর্শ সম্মত রিয়ামুক্ত ইবাদাতকেই বুঝানো হয়। মানুষকে

দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে তা নেক আমল বলে গণ্য হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদে রিয়াকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ، وَ إِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴾

(নিসা' : ১৪২)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতারণা করে। তিনি অচিরেই তাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন। যখন তারা নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভাবেই দাঁড়ায় এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে।

উক্ত ব্যাধিটি কাফিরদের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো। তারা যে কোন কাজ দাম্ভিকতার সঙ্গে লোকদেরকে দেখানোর জন্যই করতো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِئَاءَ النَّاسِ ، وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴾

(আন্ফাল্ : ৪৭)

অর্থাৎ তোমরা তাদের (কাফিরদের) ন্যায় আচরণ করোনা যারা নিজেদের ঘর হতে বের হয়েছে সদর্পে ও লোকদেরকে নিজেদের শক্তি দেখানোর জন্য। তারা মানুষকে আল্লাহ্'র পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

কেউ কোন নেক আমল শুধু মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করলে অথবা সাওয়াবের জন্য এবং মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করলে তাতে কোন সাওয়াব হবে না। বরং তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ ، تَرَكْتُهُ وَ شِرْكَهُ

(মুসলিম, হাদীস ২৯৮৫ ইব্‌নু মাজাহ্‌, হাদীস ৪২৭৭)

অর্থাৎ আমি শির্কের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি কোন নেক আমলের মধ্যে আমি ছাড়া অন্য কাউকে আমার সাথে শরীক করলো আমি সে আমল ও সে শরীককে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি।

হযরত আবু উমামা বাহিলী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَ الذِّكْرَ ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ: لاَ شَيْءَ لَهُ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، يَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ شَيْءَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً ، وَ ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

(নাসায়ী, হাদীস ৩১৪০ বায়হাক্বী, হাদীস ৪৩৪৮)

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! জনৈক ব্যক্তি যুদ্ধ করছে সাওয়াব ও সুনামের জন্য। এমতাবস্থায় সে পুণ্য পাবে কি? রাসূল ﷺ বললেনঃ সে কিছুই পাবে না। লোকটি রাসূল ﷺ কে এ কথাটি তিন বার জিজ্ঞাসা করলো। আর রাসূল ﷺ প্রতিবারই তাকে বললেনঃ সে কিছুই পাবে না। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এমন আমলই গ্রহণ করে থাকেন যা হবে একেবারেই নিষ্কলুষ এবং যা শুধু তাঁরই জন্য নিবেদিত।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ ، قَالَ:

كَذَبْتَ ، وَ لَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُّقَالَ جَرِيْءٌ ، فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتَّى أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ ، وَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَلَّمَهُ وَ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِه ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَ عَلَّمْتُهُ وَ قَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: كَذَبْتَ ، وَ لَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ، وَ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتَّى أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ ، وَ رَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَ أَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّه ، فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ ، قَالَ: كَذَبْتَ ، وَ لَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ

(মুসলিম, হাদীস ১৯০৫)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির হিসেব হবে সে একজন শহীদ। সুতরাং তাকে উপস্থিত করা হবে অতঃপর তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সকল নিয়ামত বুঝিয়ে দেয়া হবে যা সে দুনিয়াতে ভোগ করেছে। অতএব সে সকল নিয়ামত বুঝে পাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ এ গুলোর শুকরিয়া সরূপ তুমি কি আমল করেছিলে? তখন সে বলবেঃ আমি আপনার দ্বীন দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গিয়েছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি যুদ্ধ করেছো এ জন্য যে, তোমাকে বলা হবে বীর সাহসী। আর তা বলা হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনেহেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরেক ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেছে এবং অন্যকেও শিখিয়েছে। তেমনিভাবে কোর'আন মাজীদও তিলাওয়াত করেছে। সুতরাং তাকে উপস্থিত করা হবে অতঃপর তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সকল নিয়ামত বুঝিয়ে দেয়া হবে যা সে

দুনিয়াতে ভোগ করেছে। অতএব সে সকল নিয়ামত বুঝে পাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ এ গুলোর শুকরিয়া সরূপ তুমি কি আমল করেছিলে? তখন সে বলবেঃ আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং অন্যকেও শিখিয়েছি। তেমনিভাবে কোর'আন মাজীদও তিলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছো এ জন্য যে, তোমাকে আলিম বা জ্ঞানী বলা হবে এবং কোর'আন মাজীদ তিলাওয়াত করেছো এ জন্য যে, তোমাকে ক্বারী বা কোর'আন তিলাওয়াতকারী বলা হবে। আর তা বলা হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনেহেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা ধনী বানিয়েছেন এবং তাকে সর্ব ধরনের সম্পদ দিয়েছেন। সুতরাং তাকে উপস্থিত করা হবে অতঃপর তাকে আল্লাহ্ তা'আলার সকল নিয়ামত বুঝিয়ে দেয়া হবে যা সে দুনিয়াতে ভোগ করেছে। অতএব সে সকল নিয়ামত বুঝে পাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ এ গুলোর শুকরিয়া সরূপ তুমি কি আমল করেছিলে? তখন সে বলবেঃ আমি এমন কোন খাত বাকি রাখিনি যেখানে দান করা আপনার নিকট পছন্দনীয় অথচ আমি দান করিনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি দান করেছো এ জন্য যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। আর তা বলা হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে এবং তাকে মুখের উপর টেনেহেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত জুন্দুব ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

مَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللهُ بِهِ ، وَ مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৮২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন নেক আমল মানুষকে দেখানোর জন্য করবে আল্লাহ্

তা'আলা তা মানুষকে দেখিয়ে দিবেন। আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি কোন নেক আমল মানুষকে শুনানোর জন্য করবে আল্লাহ্ তা'আলা তা মানুষকে শুনিয়ে দিবেন। আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، وَ نَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ ؛ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّيْ ، فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ

(ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৪২৭৯ আহ্মাদ্ : ৩/৩০ হা'কিম : ৪/৩২৯)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাদের নিকট আসলেন যখন আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তু সম্পর্কে সংবাদ দেবো যা আমার জানা মতে তোমাদের জন্য দাজ্জাল চাইতেও অধিক ভয়ঙ্কর। আমরা বললামঃ হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেনঃ লুক্কায়িত শির্ক। যেমনঃ কোন ব্যক্তি নামায পড়ছিলো অতঃপর কেউ তাকে দেখছে বলে সে নামাযকে খুব সুন্দর করে পড়তে শুরু করলো।

হযরত মাহ্মূদ বিন্ লাবীদ ﷛ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَ شِرْكَ السَّرَائِرِ ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَ مَا شِرْكُ السَّرَائِرُ؟ قَالَ: يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيْ ، فَيُزَيِّنُ صَلاَتُهُ جَاهِداً لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ

(ইব্নু খুজাইমাহ্, হাদীস ৯৩৭ বায়হাক্বী : ২/২৯০-২৯১)

অর্থাৎ নবী ﷺ নিজ হুজ্রা থেকে বের হয়ে বললেনঃ হে মানব সকল! তোমরা গুপ্ত শির্ক থেকে বেঁচে থাকো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! গুপ্ত শির্ক কি? তিনি বললেনঃ যেমনঃ কোন ব্যক্তি নামায পড়ছে। এমতাবস্থায় কেউ তাকে দেখছে বলে সে অত্র নামাযটি খুব সুন্দরভাবে পড়তে

শুরু করলো। এটিই হলো গুপ্ত শির্ক।

তবে কোন ব্যক্তি যদি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন নেক আমল করে। অতঃপর মানুষ তা দেখে তার কোন প্রশংসা করে এবং সে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ কাজের জন্য তাওফীক দিয়েছেন বলে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে মনে মনে খুশি হয়। গর্বিত নয়। তাতে কোন অসুবিধে নেই। বরং তা হবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অগ্রিম পাওনা।

হযরত আবু যর ﵁ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ ، وَ يَحْمَدُهُ النَّــاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

(মুসলিম, হাদীস ২৬৪২ আহমাদ্ : ৫/১৫৬)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ কে বলা হলোঃ আপনি এ ব্যাপারে কি বলেন? জনৈক ব্যক্তি কোন নেক আমল করছে। আর মানুষ এতে করে তার প্রশংসা করছে। রাসূল ﷺ বললেনঃ এটি হচ্ছে একজন মু'মিনের জন্য অগ্রিম সুসংবাদ।

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচিপত্র ঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

বিষয়ঃ পৃষ্ঠাঃ

প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা!

নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা সহজ করে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে না। জিনিস দু'টি হলো আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ্। (মুওয়াত্তা/মালিক : ১৫৯৪ , ১৬২৮ , ৩৩৩৮) .

অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন যে- যেন আপনার সকল এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়ত, রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁদের অনুসারীদের তরীকা মতো হয়। আর আমরা ''ইন্‌শা আল্লাহ'' আপনাকে সেই আলোর পথে পৌঁছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ হলো বই -পুস্তক, ক্যাসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়।

অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরন সমূহের কোন কিছুর প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় যত্নবান হবো "ইন্‌শা আল্লাহ্" ।

বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র
পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫
কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্‌-বাতিন ৩১৯৯১